টীকা-১৫৯. হযরত খিযর (আলায়হিস্ সালাম), 'হে মূসা!

টীকা-১৬০. এর জবাবে হযরত মূসা আলায়হিস সালাম

টীকা-১৬১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, 'উক্ত গ্রাম' দ্বারা 'ইন্তাকিয়া' বুঝানো হয়েছে। সেখানে ঐসব হযরত

টীকা-১৬২. এবং আতিথেয়তা করার জন্য প্রস্তুত হলোনা। হযরত ক্বাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত, ঐ বস্তি বা জনপদ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যেখানে অতিথিদের আতিথেয়তা করা হয়না।

৭৫. বললো (১৫৯), 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি কখনো আমার সাথে ধৈর্য-ধারণ করে থাকতে পারবেন না– (১৬০)?'

৭৬. বললো, 'এর পর যদি আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি তবে তুমি আমার সাথে আর থেকো না; নিঃসন্দেহে আমার দিক থেকে তোমার ওযর-আপত্তি পরিপূর্ণ হয়েছে।'

৭৭. অতঃপর উভয়ে চললো; শেষ পর্যন্ত যখন একটা গ্রামের অধিবাসীদের নিকট আসলো (১৬১), তখন সেসব গ্রামবাসীর নিকট খাদ্য চাইলো। তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করলো (১৬২)। অতঃপর উভয়ে সে গ্রামে একটা এমন প্রাচীর পেলো, যা পতিত হবার উপক্রম হয়েছিলো। উক্ত বান্দা (১৬৩) সেটাকে স্থির করে প্রতিষ্ঠা করে দিলো। মুসা বললো, 'তুমি ইচ্ছা করলে সেটার জন্য কিছু পারিশ্রমিক নিতে পারতে (১৬৪)।'

৭৮. বললো, 'এটাই (১৬৫) আমার ও আপনার মধ্যে বিদায়; এখন আমি আপনাকে সেসব বিষয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবো, যেগুলোর উপর আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি (১৬৬);

৭৯. ঐ যে নৌকা ছিলো, সেটা এমন কিছু অভাবগ্রস্ত লোকেরই ছিলো (১৬৭), যারা সমূদ্রে কাজ করতো; অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটাকে ত্রুটিযুক্ত করে দেবো এবং তাদের পেছনে একজন বাদশাহ্ ছিলো (১৬৮) যে প্রত্যেক ত্রুটিমুক্ত নৌকা বল প্রয়োগ করে ছিনিয়ে নিতো (১৬৯)।

৮০. এবং ঐ যে বালক ছিলো, তার মাতা-পিতা মুসলমান ছিলো। তখন আমাদের আশংকা ছিলো যে, সে তাদেরকে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরের উপর বাধ্য করবে (১৭০)।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ
مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۢ بَعْدَهَا
فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ
عُذْرًا ﴿٧٦﴾

فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ
ِۣاسْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا
فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ
فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ
اَجْرًا ﴿٧٧﴾

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ
بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ
فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ
وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ
غَصْبًا ﴿٧٩﴾

وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ
فَخَشِيْنَاۤ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ ﴿٨٠﴾

টীকা-১৬৩. অর্থাৎ হযরত খিযর আলায়হিস্ সালাম আপন বরকতময় হাত লাগিয়েই আপন 'কারামত' বা অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা

টীকা-১৬৪. কেননা, এটা তো আমাদের প্রয়োজনের সময় এবং গ্রামবাসীরাতো আমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেনি; এমতাবস্থায় তাদের কার্য সম্পাদনের জন্য পারিশ্রমিক নেয়া যুক্তিযুক্ত ছিলো। এর জবাবে হযরত খিযর

টীকা-১৬৫. অর্থাৎ এ সময় অথবা এ বারের অস্বীকার (আপত্তি)–

টীকা-১৬৬. এবং সেগুলোর মধ্যে কি রহস্য ছিলো সেগুলো প্রকাশ করবো।

টীকা-১৬৭. যারা দশ ভাই ছিলো। তাদের মধ্যে পাঁচজন তো পঙ্গু ছিলো যারা কিছুই করতে সক্ষম ছিলো না, আর বাকী পাঁচজন সুস্থ ছিলো

টীকা-১৬৮. যে, তাদেরকে ফেরার পথে তার পার্শ্ব দিয়ে আসতে হতো। ঐ বাদশাহ্‌র নাম ছিলো 'জালন্দী'। নৌকার মালিকগণ তার অবস্থা সম্পর্কে জানতো না এবং তার স্বভাব ছিলো এ যে,

টীকা-১৬৯. যদি ত্রুটিযুক্ত হয় তবে ছেড়ে দিতো। এ কারণে, আমি উক্ত নৌকাটা ত্রুটিযুক্ত করে দিলাম, যাতে তা উক্ত দরিদ্রদের জন্য রক্ষা পেয়ে যায়।

টীকা-১৭০. এবং তারা তার মায়ায় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর হযরত খিযর আলায়হিস্ সালাম -এর এ আশংকা এ কারণে ছিলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়ার কারণে তিনি তার গোপন অবস্থা সম্পর্কে জানতেন।

হাদীসঃ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয় যে, উক্ত বালকটা কাফিররূপেই জন্মগ্রহণ করেছিলো। ইমাম সুবকী বলেন যে, গোপন অবস্থা জেনে বালককে হত্যা করে ফেলার বৈধতা শুধু হযরত খিযর আলায়হিস্ সালামের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। তাঁর জন্য এ কাজের অনুমতি ছিলো। কোন ওলী যদি কোন ছেলের এমনি অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন, তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। 'আরাইস' নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয় যে, যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম হযরত

খিয্‌র আলায়হিস্ সালামকে বললেন, "তুমি তো পবিত্র প্রাণকে হত্যা করেছো;" তখন তাঁর নিকট তা কষ্টকর বোধ হলো। সুতরাং তিনি উক্ত বালকের কাঁধ ভেঙ্গে সেটার মাংসপেশী চিরে ফেললেন। তখন সেটার ভিতরে লিখিত ছিলো– "সে কাফির, কখনো আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবেনা।" (জুমাল)

টীকা-১৭১. শিশু, পাপসমূহ ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র এবং

টীকা-১৭২. যে মাতা-পিতার সাথে শিষ্টাচারের পন্থা অবলম্বন করবে, সুন্দর ব্যবহার করবে এবং মমতা ও ভালবাসা রাখবে।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একটা কন্যা সন্তান দান করলেন। একজন নবীর সাথে তার বিবাহ হয়েছিলো এবং তার গর্ভে নবী জন্ম গ্রহণ করেন যাঁর হাতে একটা সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়ত দান করেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও ফয়সালার উপরই বান্দার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এতেই মঙ্গল নিহিত।

টীকা-১৭৩. যাদের নাম 'আস্‌রাম' (أَصْـــرَم) ও 'সোরাইম' (صُـــرَيْم) ছিলো।

টীকা-১৭৪. তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, উক্ত প্রাচীরের নিম্নদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রোথিত ছিলো। হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন যে, সেখানে স্বর্ণের একখানা ফলক ছিলো। সেটার উপর এক পাশে লিখা ছিলো, "তার অবস্থা আশ্চর্যজনক, যার অন্তরে মৃত্যুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সে খুশী হয় কিভাবে! তার অবস্থা আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অদৃষ্টে (قضا و قدر) দৃঢ় বিশ্বাসী হয়, সে রাগান্বিত হয় কিভাবে! তার অবস্থা আশ্চর্যজনক, যে রিয্‌ক্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, সে কেন কষ্টে পড়ে! তার অবস্থা আশ্চর্যজনক, যে 'হিসাব-নিকাশে' বিশ্বাস করে সে কিভাবে অলস থাকে! তার অবস্থা আশ্চর্যজনক, যার অন্তরে পৃথিবী ধ্বংস ও পরিবর্তনশীল হবার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সে নিশ্চিন্ত থাকে কিভাবে!" এবং এতদ্‌সঙ্গে লিখিত ছিলো– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ– (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল)।

আর ঐ ফলকের অপর পাশে লিখিত ছিলো– "আমি আল্লাহ্ হই, আমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। আমি একক, আমার কোন শরীক নেই। আমি ভাল ও মন্দ সৃষ্টি করেছি। তারই জন্য আনন্দ, যাকে আমি মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারই হস্তদ্বয়ে মঙ্গল জারী করেছি; (পক্ষান্তরে,) তারই জন্য ধ্বংস, যাকে অনিষ্টের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তারই হাতে মন্দ জারী করেছি।

সূরা ঃ ১৮ কাহ্‌ফ ৫৫০ পারা ঃ ১৬

৮১. অতঃপর আমরা চাইলাম যে, তাদের উভয়ের প্রতিপালক তার চেয়ে উত্তম (১৭১), পবিত্র এবং তার চেয়ে দয়ার মধ্যে অধিক নিকটতর (সন্তান) দান করবেন (১৭২)।

فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

৮২. বাকী রইলো ঐ প্রাচীর, তা ছিলো নগরের দু'জন এতিম বালকের (১৭৩) এবং সেটার নীচে তাদের গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার ছিলো (১৭৪) এবং তাদের পিতা সৎলোক ছিলো (১৭৫); সুতরাং আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন যে, তারা উভয়ে তাদের যৌবনে পদার্পণ করুক (১৭৬) এবং তারা আপন ধন-ভাণ্ডার উদ্ধার করুক; আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে। আর এসব কিছু আমি নিজ ইচ্ছায় করিনি (১৭৭)। এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা ঐসব বিষয়ের যেগুলোর উপর আপনার পক্ষে ধৈর্য-ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি (১৭৮)।'

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِىْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

মানযিল – ৪

টীকা-১৭৫. তার নাম 'কাশিহ্' ছিলো। এই লোকটা খোদাভীরু ছিলো। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুন্‌কাদির বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সৎকর্মের কারণে তার সন্তানদেরকে এবং সন্তানদের সন্তানদেরকে এবং তার সম্প্রদায়ভুক্তদেরকে এবং তার মহল্লাবাসীদেরকে আপন হিফাযতের মধ্যে রাখেন। (সুব্‌হানাল্লাহ্!)

টীকা-১৭৬. এবং তাদের বিবেক পূর্ণ হয়ে যাক এবং তারা শক্তিশালী ও শক্ত হয়ে যাক!

টীকা-১৭৭. বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশে এবং খোদার ইঙ্গিতেই (اِلْهَـــام) করেছি।

টীকা-১৭৮. কিছু লোক ওলীকে নবীর উপর প্রাধান্য দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা এ কথা ধারণা করেছে যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে হযরত খিয্‌র আলায়হিস্ সালাম থেকে জ্ঞান শিক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, অথচ হযরত খিয্‌র ওলী ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে ওলীকে নবীর উপর প্রাধান্য দেয়া 'প্রকাশ্য কুফর' (كفر جلى) এবং হযরত খিয্‌র (আলায়হিস্ সালাম) নবী। আর যদি তা না হয়, যেমন কেউ কেউ ধারণা করে, তবে এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য একটা পরীক্ষা ছিলো।

তাছাড়া, কিতাবী সম্প্রদায় একথা বলে থাকে যে, এটা বনী ইস্রাঈলের পয়গাম্বর মূসা আলায়হিস্ সালামের ঘটনাই নয়; বরং মূসা ইবনে মাসান-এর ঘটনা।

বস্তুতঃ ওলী তো নবীর উপর ঈমান আনার কারণে 'বেলায়ত'-এর মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, ওলীর মর্যাদা নবীর চেয়েও বেড়ে যাবে। (মাদারিক)

অধিকাংশ ওলামার অভিমত হলো, সূফীতত্ত্বের মাশাইখ্ ও আল্লাহ্‌র আরিফ বান্দাগণ এ কথার উপর একমত যে, হযরত খিয্‌র আলায়হিস্ সালাম জীবিত।

শেখ আবূ আমর ইবনে সালাহ্ তাঁর লিখিত 'ফাত্তাওয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত খিয্র, অধিকাংশ ওলামা ও সালেহীন (বুজর্গ) ব্যক্তিবর্গের মতে, জীবিত আছেন। একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত খিয্র ও ইলিয়াস– উভয়ই জীবিত রয়েছেন। প্রতি বছর হজের সময় মিলিত হন। এটাও বর্ণিত হয় যে, হযরত খিয্র আলায়হিস্ সালাম চিরজীবন লাভের কূপে গোসল করেছেন এবং সেটার পানি পান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাপেক্ষা অধিক জানেন। (খাযিন)

টীকা-১৭৯. আবূ জাহ্ল প্রমুখ মক্কাবাসী কাফির অথবা ইহুদী পরীক্ষামূলকভাবে

টীকা-১৮০. 'যুল-ক্বায়নায়ন'-এর নাম 'ইস্কান্দর'। তিনি হযরত খিয্র আলায়হিস্ সালামের খালাত ভাই। তিনি (মিশরের) 'ইস্কান্দরীয়া' (বা আলেক্সান্দ্রিয়া) শহর প্রতিষ্ঠা করেন। আর সেটার নামও নিজ নামানুসারে রাখলেন। হযরত খিয্র আলায়হিস্ সালাম তাঁর মন্ত্রী ও পতাকাধারী ছিলেন।

পৃথিবীর মধ্যে এমন চারজন বাদশাহ্ জন্ম লাভ করেছেন যারা তৎকালীন সমগ্র বিশ্বের শাসনকর্তা ছিলেনঃ দু'জন ছিলেন মু'মিন– (১) হযরত যুল ক্বারনায়ন এবং (২) হযরত সুলায়মান (আলা নবীয়্যিনা ওয়া আলায়হিমাস্ সালাম)। আর বাকী দু'জন কাফির– (১) নমরূদ ও (২) বোখ্ত-ই-নাস্র এবং অনতিবিলম্বে পঞ্চম বাদশাহ্ও এ উম্মত থেকেই হবেন। তাঁর নাম মুবারক 'ইমাম মাহ্দী'। তাঁর শাসন কর্তৃত্ব সমগ্র বিশ্বব্যাপী হবে।

'যুল-ক্বারনায়ন'-এর নবূয়ত সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "তিনি নবী ছিলেন না, ফিরিশ্তাও ছিলেন না। আল্লাহ্ প্রেমিক বান্দা ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে আপন প্রিয় বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"

রুকূ' – এগার

৮৩. এবং আপনাকে (১৭৯) 'যুল ক্বারনায়ন' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে (১৮০)। আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের নিকট তার বর্ণনা পড়ে শুনাচ্ছি।'

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

৮৪. নিশ্চয় আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছি এবং প্রত্যেক বস্তুর একটা উপায়-উপকরণ দান করেছি (১৮১);

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِى الْأَرْضِ وَآتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

৮৫. অতঃপর সে একটা উপায়-উপকরণের অনুসরণ করলো (১৮২)।

فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

৮৬. শেষ পর্যন্ত যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থানে পৌঁছলো, তখন সে সেটাকে একটা কালো কাদাময় জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখতে পেলো (১৮৩) এবং সেখানে (১৮৪) একটা সম্প্রদায়কে দেখতে পেলো (১৮৫)। আমি বললাম, 'হে যুল ক্বারনায়ন! হয়ত তুমি তাদেরকে শাস্তি দেবে (১৮৬) অথবা তাদের সাথে উত্তম পন্থা অবলম্বন করতে পারো (১৮৭)।'

حَتّٰىٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

৮৭. আরয করলো, যে কেউ যুলুম করবে (১৮৮), তাকে তো আমরা শীঘ্রই শাস্তি দেবো

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ

টীকা-১৮১. যে বস্তুর সৃষ্টির প্রয়োজন হয় এবং যা কিছু বাদশাহ্গণের দেশ ও শহরসমূহ জয় করার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন হয় সে সবই দান করেছেন।

টীকা-১৮২. 'উপায়-উপকরণ' হচ্ছে ঐ বস্তু, যা উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছার জন্য মাধ্যম হয়– চাই তা জ্ঞান হোক, কিংবা শক্তি। সুতরাং যুল-ক্বারনায়ন যে উদ্দেশ্য হাসিলের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন সেটারই উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছিলেন।

টীকা-১৮৩. যুল-ক্বারনায়ন কিতাবসমূহে দেখেছিলেন যে, 'সাম'-এর বংশধরদের একজন লোক ডডচিরজীবন লাভের কূপ থেকে পানি পান করবেন এবং তাঁর নিকট মৃত্যু আস্‌বেনা। এটা দেখে তিনি 'চিরজীবন কূপ'-এর সন্ধানে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে রওনা হন এবং তাঁর সাথে হযরত খিয্রও ছিলেন। তিনি তো 'চিরজীবন কূপ' পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন আর তিনি তা থেকে পানিও পান করে নেন; কিন্তু যুল ক্বারয়নায়নের অদৃষ্টে তা ছিলো না। তাই তিনি পাননি। উক্ত সফরে তিনি পশ্চিম দিকে রওনা হন। সুতরাং যতদূর পর্যন্ত জন-বসতি ছিলো ততদূর পর্যন্ত সব সেই গন্তব্যস্থল অতিক্রম করে ফেললেন এবং পশ্চিম দিগন্তের ঐ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যান, যেখানে জন-বসতির নাম-চিহ্নও ছিলো না। সেখানে গিয়ে তিনি সূর্যকে অস্ত যাবার সময় এমনই দেখতে পান যেন তা কালো জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে, যেমন সমুদ্র পথে ভ্রমণকারীদের পানির মধ্যে সূর্য অস্ত যাবার সময় মনে হয়।

টীকা-১৮৪. উক্ত জলাশয়ের নিকট

টীকা-১৮৫. যারা শিকারকৃত পশুর চামড়া পরিহিত ছিলো। এতদ্ব্যতীত তাদের শরীরে অন্য কোন পোশাক ছিলো না। সমুদ্রের মৃত জন্তুগুলো ছিলো তাদের খাদ্য। এসব লোক কাফির ছিলো।

টীকা-১৮৬. এবং তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেনা তাদেরকে হত্যা করবে

টীকা-১৮৭. এবং তাদেরকে শরীয়তের বিধানাবলী শিক্ষা দেবে; যদি তারা ঈমান আনে।

টীকা-১৮৮. এবং কুফর ও শির্ক অবলম্বন করবে, ঈমান আনবেনা,

টীকা-১৮৯. হত্যা করবো; এটাতো তাদের পার্থিব শাস্তি।

টীকা-১৯০. ক্বিয়ামতে।

টীকা-১৯১. অর্থাৎ জান্নাত।

টীকা-১৯২. এবং তাকে এমনসব বিষয়ের নির্দেশ দেবো, যা তাদের উপর সহজ হবে, কঠিন হবেনা। এখন যুল-ক্বারনায়ন সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে যে, তিনি–

ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾

(১৮৯); অতঃপর আপন প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে (১৯০)। তিনি তাকে মন্দ শাস্তি দেবেন।

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

৮৮. এবং যে ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, তবে তার প্রতিদান কল্যাণই রয়েছে (১৯১) এবং অনতিবিলম্বে আমি তাকে সহজ কাজ বাতলিয়ে দেবো (১৯২)।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

৮৯. অতঃপর সে একটা উপায়-উপকরণের অনুসরণ করলো (১৯৩)।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾

৯০. শেষ পর্যন্ত যখন সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছলো তখন সেটাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখতে পেলো, যাদের জন্য আমি সূর্য থেকে কোন অন্তরাল সৃষ্টি করিনি– (১৯৪);

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

৯১. প্রকৃত ঘটনা এই; এবং যা কিছু তার নিকট ছিলো (১৯৫) সবকিছুকেই আমার জ্ঞান পরিবেষ্টনকারী (১৯৬)।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

৯২. অতঃপর (অন্য) একটা উপকরণের অনুসরণ করলো (১৯৭)।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

৯৩. শেষ পর্যন্ত যখন দু'টি পর্বতের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছলো, তখন সেগুলো থেকে এদিকে কিছু এমন লোক পেলো, যারা কোন কথা বুঝতে পারছে বলে মনে হচ্ছিলো না (১৯৮)।

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

৯৪. তারা বললো, 'হে যুল-ক্বারনায়ন! নিশ্চয় য়া'জূজ ও মা'জূজ (১৯৯) ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করছে, সুতরাং আমরা কি আপনার জন্য কিছু অর্থ যোগান দেবো এ শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর গড়ে দেবেন (২০০)?'

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي

৯৫. বললো, 'যার উপর আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট (২০১); সুতরাং আমাকে সাহায্য 'শক্তি' দ্বারা করো

টীকা-১৯৩. পূর্বদিকে।

টীকা-১৯৪. ঐ স্থানে, যেই স্থান ও সূর্যের মধ্যখানে পাহাড়, গাছ-পালা ইত্যাদি কোন বস্তুই অন্তরাল ছিলোনা; না সেখানে কোন ইমারত নির্মাণ করা যেতো। আর সেখানকার লোকদের অবস্থা এ ছিলো যে, সূর্যোদয়ের সময় তারা পাহাড়ের গুহাসমূহে ঢুকে পড়তো এবং সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লে বের হয়ে নিজেদের কাজকর্ম করতো।

টীকা-১৯৫. সৈন্যদল, যুদ্ধের অস্ত্রসস্ত্র, সাম্রাজ্যের উপায়-উপকরণ এবং কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেছেন, বাদশাহী ও রাজ্যধারণের যোগ্যতা ও রাজ্য শাসনের কার্যাদি পরিচালনার উপযুক্ততা

টীকা-১৯৬. তাফ্‌সীরকারকগণ 'كَذَٰلِكَ'-এর ব্যাখ্যায় একথাও বলেছেন যে, 'এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ যে, যুল-ক্বারনায়ন পাশ্চাত্যের সম্প্রদায়ের সাথে যেমন ব্যবহার করেছিলেন, তেমনি প্রাচ্যবাসীদের সাথেও করেছিলেন। কেননা, এসব লোকও ওদের মত কাফির ছিলো। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন আর যারা কুফরের উপর অটল থাকে তাদেরকে শাস্তি দেন।

টীকা-১৯৭. উত্তর দিকে (খাযিন)।

টীকা-১৯৮. কেননা, তাদের ভাষা ছিলো অত্যাশ্চর্যজনক। তাদের সাথে ইঙ্গিত-ইশারা ইত্যাদির সাহায্যে অতি কষ্টে কথাবার্তা বলা যেতো।

টীকা-১৯৯. এরা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের পুত্র 'ইয়াফিস্'-এর বংশধরদের মধ্যে অতীব সন্ত্রাসী দল ছিলো। তাদের সংখ্যা খুব বেশী। পৃথিবী পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। বসন্তকালে বের হতো। তখন ক্ষেতসমূহ, শাক-সব্জি ও তরিতরকারী পর্যন্ত খেয়ে ফেলতো। কিছুই অবশিষ্ট রাখতো না। আর শুষ্ক বস্তু পেলে তা বোঝাই করে নিয়ে যেতো। মনুষ্যজনকেও খেয়ে ফেলতো। পশু, বন্য প্রাণী ও সাপ-বিচ্ছু পর্যন্ত খেয়ে ফেলতো। লোকেরা হযরত 'যুল-ক্বারনায়ন'-এর নিকট এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলো যে, তারা

টীকা-২০০. যাতে তারা আমাদের নিকট আসতে না পারে; আর আমরা তাদের অনিষ্ট ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পাই?

টীকা-২০১. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমার নিকট প্রচুর সম্পদ ও প্রত্যেক প্রকার সামগ্রী মওজুদ আছে। তোমাদের নিকট থেকে কিছু নেয়ার প্রয়োজন নেই।

টীকা-২০২. এবং যেই কাজ আমি বলবো তা সম্পাদন করো।

টীকা-২০৩. ঐসব লোক আরয করলো, "অতঃপর আমাদের কী করার আছে?" বললেন,

টীকা-২০৪. এবং ভিত্তি খনন করালেন। যখন পানি পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন তাতে পাথর ও গলিত তামা দ্বারা ঢালাই করে দিলেন। আর লোহার পাত উপরে-নীচে স্থাপন করে সেগুলোর মধ্যভাগে কাঠ ও কয়লা ভর্তি করে দিলেন। তারপর তাতে আগুন দ্বারা উত্তপ্ত করলেন। এভাবে এই প্রাচীরটি পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঁচু করে নির্মাণ করলেন। আর দু'পাহাড়ের মধ্যখানে কোন স্থান খালি ছাড়া হয়নি। উপর থেকে গলিত তামা প্রাচীরের মধ্যে ঢালাই করা হলো। এসব মিলে একটা শক্ত (প্রাচীররূপী) কায়ায় পরিণত হলো।

(২০২)। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যখানে একটা মজবুত প্রাচীর গড়ে দেবো (২০৩);

৯৬. আমার নিকট লোহার তক্তাসমূহ আনয়ন করো (২০৪)।' শেষ পর্যন্ত তারা যখন প্রাচীরকে দু'পর্বতের পার্শ্বগুলোর সমান করে দিলো, তখন বললো 'তোমরা ফুঁকতে থাকো।' শেষ পর্যন্ত যখন সেটাকে আগুন করে দিলো তখন বললো, 'নিয়ে এসো' আমি এর উপর গলিত তামা ঢেলে দিই।

৯৭. অতঃপর য়া'জূজ ও মা'জূজ সেটার উপর না আরোহণ করতে পারলো এবং না তাতে ছিদ্র করতে পারলো।

৯৮. বললো (২০৫), 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত সময় আসবে (২০৬) তখন সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য (২০৭)।'

৯৯. এবং সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো এ অবস্থায় যে, তাদের একদল অপর দলের উপর সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে (২০৮)। অতঃপর আমি সবাইকে (২০৯) একত্রিত করে আনবো।

১০০. এবং সেদিন আমি জাহান্নামকে কাফিরদের সম্মুখে উপস্থিত করবো (২১০);

১০১. তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের চক্ষুগুলোর উপর আমার স্মরণ থেকে পর্দা পড়েছিলো (২১১) এবং সত্য কথা শুনতে পারতোনা (২১২)।

بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

اٰتُوْنِیْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِیْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّیْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّیْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّیْ حَقًّا ﴿٩٨﴾

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِیْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿١٠٠﴾

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِیْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِیْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

টীকা-২০৫. যুল-ক্বারনায়ন যে,

টীকা-২০৬. এবং য়া'জূজ ও মা'জূজ বের হবার সময় আসবে ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে।

টীকা-২০৭. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, য়া'জূজ ও মা'জূজ প্রত্যহ ঐ প্রাচীরটা ভাঙ্গতে থাকে এবং সারাদিন পরিশ্রম করে যখন সেটা ভেঙ্গে ফেলার কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন তাদের মধ্যে কেউ বলে, "এখন চলো, অবশিষ্টটুকু আগামী কাল ভাঙ্গবো।" পরদিন যখন আসে, তখন তা আল্লাহ্‌র নির্দেশে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মজবুত হয়ে যায়। যখন তাদের বের হবার সময় আসবে, তখন তাদের মধ্যে কেউ বলবে, "এখন চলো প্রাচীরের বাকীটুকু আগামীকাল ভাঙ্গবো; ইন্‌শাআল্লাহ্‌!" ইন্‌শাআল্লাহ্‌' বলার এ-ই ফল হবে যে, সেদিনের পরিশ্রম নিষ্ফল হবে না এবং পরদিন তারা প্রাচীর ততটুকু ভঙ্গ অবস্থায় পাবে, যতটুকু পূর্বদিন ভেঙ্গে চলে গিয়েছিলো। অতঃপর তারা বের হয়ে আসবে এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়াবে। হত্যা ও লুটতরাজ করবে, ঝরণা ও জলাশয়ের পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। প্রাণী, গাছপালা ও যেই মানুষ হাতের নাগালে পাবে, সবই খেয়ে ফেলবে। মক্কা মুকার্‌রামা, মদীনা তৈয়্যবাহ্‌ ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালামের দো'আর ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। এভাবে তাদের ঘাড়ে পোকা জন্ম নেবে যা তাদের ধ্বংসের কারণ হবে।

টীকা-২০৮. এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, য়া'জূজ ও মা'জূজ বের হওয়া ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হবার পূর্বাভাসগুলোর অন্যতম।

টীকা-২০৯. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকে, শাস্তি ও সওয়াবের জন্য ক্বিয়ামত-দিবসে

টীকা-২১০. যাতে সেটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়;

টীকা-২১১. এবং তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ, ক্বোরআন ও হিদায়ত, বিশদ বিবরণ, কুদরতের প্রমাণাদি ও ঈমান থেকে অন্ধ হয়ে থাকে এবং সেগুলো থেকে কিছুই তারা দেখতে পায়নি।

টীকা-২১২. আপন দুর্ভাগ্যের কারণে এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা রাখার কারণে।

টীকা-২১৩. যেমন হযরত ঈসা, হযরত ওযায়র ও ফিরিশ্‌তাগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম);

টীকা-২১৪. এবং তা থেকে কোন উপকার পাবে? এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা; বরং সেসব বান্দা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। নিশ্চয় আমি তাদের এই শির্কের কারণে শাস্তি দেবো।

টীকা-২১৫. অর্থাৎ তারা কারা, যারা কর্ম করে ক্লান্ত হয়েছে ও পরিশ্রম করেছে আর এ আশা করতে থাকে যে, এসব কর্মের প্রতিদান স্বরূপ অনুগ্রহ ও পুরস্কার দ্বারা ধন্য করা হবে; কিন্তু এর পরিবর্তে তারা ধ্বংস ও ক্ষতিতে পতিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, "তারা ইহুদী ও খৃষ্টানই।"

কোন কোন তাফ্‌সীরকারক বলেন যে, তারা ঐসব 'রাহেব ও পাদ্রী' যারা গীর্জা ইত্যাদিতে সংসার ত্যাগী হয়ে অবস্থান করতো, হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন যে, এসব লোক হচ্ছে- হারুরাবাসী অর্থাৎ খারেজী সম্প্রদায়েরই লোক।

টীকা-২১৬. এবং কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে

টীকা-২১৭. রসূল ও ক্বোরআনের উপর ঈমান আনেনি; পুনরুত্থিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ এবং পরকালীন প্রতিদানের বিষয়াদিকেও অস্বীকার করেছে।

টীকা-২১৮. হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন যে, ক্বিয়ামত-দিবসে কিছু লোক এমন কর্ম নিয়ে উঠবে, যা তাদের ধারণায় মক্কা মুকার্‌রামার পর্বতসমূহ অপেক্ষাও অধিকতর বড় হবে; কিন্তু যখন তা ওজন করা হবে তখন সেগুলোর কোন ওজনই থাকবে না।

টীকা-২১৯. হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু থেকে বর্ণিত যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট চাইবে তখন 'ফিরদাউস'-ই চাইবে। কেননা, তা হচ্ছে জান্নাতসমূহের মধ্যে সবগুলোর মধ্যখানে ও সর্বাপেক্ষা উঁচু এবং এর উপরেই আল্লাহ্‌ (রাহ্‌মান)-এর আরশ। এর মধ্য থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।" হযরত কা'আব বলেন, "ফিরদাউস জান্নাতসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং এর মধ্যে সৎকাজের নির্দেশদাতাগণ ও অসৎ কাজে বাধা সৃষ্টিকারীগণ আরামে জীবন যাপন করবেন।"

রুকূ' - বার

১০২. তবে কি কাফিরগণ একথা মনে করে যে, আমার বান্দাদেরকে (২১৩) আমার পরিবর্তে অভিভাবক করে নেবে (২১৪)? নিশ্চয় আমি কাফিরদের আতিথেয়তার জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

১০৩. আপনি বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যহীন কর্ম কাদের (২১৫)?'

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

১০৪. তাদেরই, যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই হারিয়ে গেছে (২১৬) এবং তারা এ ধারণায় রয়েছে যে, 'তরা সৎকর্ম করছে;

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

১০৫. এ সব লোক হচ্ছে তারাই, যারা আপন প্রতিপালকের আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়কে অস্বীকার করেছে (২১৭)। অতঃপর তাদের কি রইলো? সবই নিষ্ফল হয়েছে। সুতরাং আমি তাদের জন্য ক্বিয়ামত-দিবসে কোন ওজন স্থির করবো না (২১৮)।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

১০৬. জাহান্নাম- এটাই তাদের প্রতিফল, এ কারণে যে, তারা কুফর করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহ ও আমার রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে।

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

১০৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করছে, ফিরদাউসের বাগানই (২১৯) তাদের আতিথেয়তা।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

১০৮. তারা সর্বদা তাতেই থাকবে, তা থেকে স্থানান্তর কামনা করবে না- (২২০)।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

১০৯. আপনি বলে দিন, 'যদি সমুদ্র আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ লেখার জন্য কালি হয়, তবে অবশ্যই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ শেষ হবেনা, যদিও আমি অনুরূপ আরো (সমুদ্র) এর সাহায্যার্থে নিয়ে আসি (২২১)।'

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

টীকা-২২০. যেভাবে দুনিয়ার মধ্যে মানুষ যতই উৎকৃষ্ট স্থানে হোক না কেন তদপেক্ষা অধিক উত্তম ও উন্নত স্থানই কামনা করে থাকে, এ কথা জান্নাতের বেলায় হবেনা। কেননা, তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে তারা বহু উন্নত ও উৎকৃষ্ট স্থান ও মর্যাদা লাভ করেছে।

টীকা-২২১. অর্থাৎ যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞান ও হিকমতের কথাগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়, আর সেগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য সমস্ত সমুদ্রের পানিকে

কালিতে পরিণত করা হয় এবং সমস্ত সৃষ্টি লিখতে থাকে, তবুও সেই বাণীগুলো শেষ হবেনা; আর এই সমস্ত পানিই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এই পরিমাণ আরো অতিরিক্ত পানি আনলে তাও নিঃশেষ হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এ যে, তাঁর জ্ঞান ও হিকমতের শেষ নেই।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন যে, ইহুদীগণ বললো, "হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপনার ধারণা যে, আমাদেরকে 'হিকমত' দেয়া হয়েছে। আর আপনার কিতাবেই একথা রয়েছে যে, যাকে হিকমত দেয়া হয়েছে তাকে প্রচুর মঙ্গল দেয়া হয়েছে। অতঃপর আপনি কিভাবে বলেন যে, তোমাদেরকে দেয়া হয়নি কিন্তু অল্প জ্ঞান?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

অপর এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, যখন আয়াত শরীফ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا অবতীর্ণ হলো, তখন ইহুদীগণ বললো, "আমাদেরকে তাওরীতের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, আর এর মধ্যে প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান রয়েছে।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞানও আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সম্মুখে অত্যল্পই। আর এতটুকুও নয়, যতটুকু একটা ফোঁটা পানি সমগ্র সমুদ্রের তুলনায় দাঁড়ায়।

টীকা-২২২. যেমন– আমার মধ্যে মানবীয় অবস্থাদি ও রোগসমূহ প্রকাশ পায়। কিন্তু বিশেষ সূরতে কেউ তাঁর আপনার সমতুল্য নয়।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

১১০. আপনি বলুন, '(প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে তো) আমি তোমাদের মতো (২২২), আমার নিকট ওহী আসে যে, তোমাদের মা'বূদ একমাত্র মা'বূদই (২২৩)। সুতরাং যার আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করার আশা আছে তার উচিৎ যেন সে সৎকর্ম করে এবং সে যেন আপন প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাউকেও শরীক না করে (২২৪)। ★

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সৌন্দর্যমণ্ডিত আকৃতিতেও সর্বাপেক্ষা উত্তম ও উন্নত করেছেন। আর হাক্বীক্বত, আত্মা ও অভ্যন্তরীন দিক দিয়ে সমস্ত নবীই মানুষের গুণাবলী থেকে উত্তম। যেমন, কাযী আয়াজ কৃত 'শেফা-শরীফ'-এ রয়েছে এবং শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শরীরসমূহ ও বাহ্যিক আকৃতি তো মানবীয় সীমায় রাখা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের রূহ বা আত্মাসমূহ বশরীয়তের (মানবীয় বৈশিষ্ট্য)ও উর্ধ্বে এবং উচ্চতর জগদ্বাসী (ফিরিশ্‌তার দল) -এর সাথে সম্পর্কময়।

শাহ্ আবদুল আযীয সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'সূরা ওয়াদ্ দোহা' (وَالضُّحَىٰ)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তাঁর (দঃ) মানবীয় (بشريت) অস্তিত্বের দিকটা তো মোটেই বাকী থাকেনি, বরং আল্লাহ্‌র 'নূরসমূহ'-এর আধিক্য সার্বক্ষণিকভাবে তাঁকে ঘিরে রেখেছে।

সর্বাবস্থায়ই তাঁর (দঃ) সত্তা ও পূর্ণতাসমূহের মধ্যে কেউই তাঁর মতো নয়। এ আয়াতে করীমায় তাঁকে আপন বাহ্যিক মানবীয় আকৃতির কথা প্রকাশ করার জন্য বিনয় প্রকাশার্থেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে– এটাই বলেছেন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা। (খাযিন)

মাস্‌আলাঃ কারো জন্য হুযূর (দঃ)- কে নিজের মতো মানুষ বলা বৈধ নয়। কেননা, প্রথমতঃ যেসব শব্দ সম্মানিত ও মহৎ ব্যক্তিবর্গ বিনয় প্রকাশার্থে বলে থাকেন সেগুলো বলা অন্যান্যদের জন্য বৈধ নয়। দ্বিতীয়তঃ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা মহৎ গুণাবলী ও উচ্চ মর্যাদাসমূহ দান করেন, তাঁর সেসব গুণাবলী ও মর্যাদার উল্লেখ না করে এমন সব সাধারণ গুণাবলীর উল্লেখ করা, যেগুলো যে কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, সেই বিশেষ গুনাবলী ও পূর্ণতাসমূহকে অমান্য করারই শামিল। তৃতীয়তঃ ক্বোরআন করীমে বিভিন্ন জায়গায় কাফিরদের এ মন্দ রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা নবীগণকে 'তাদের মতো' মানুষ বলতো আর এ কারণেই তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর, এরপরে আয়াত– يُوحَىٰ إِلَيَّ (আমার প্রতি ওহী আসে)-এর মধ্যে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'জ্ঞান দ্বারা বিশেষিত হওয়া' ও 'আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত হবার' কথা এরশাদ করা হয়েছে।

টীকা-২২৩. তাঁর কোন শরীক নেই।

টীকা-২২৪. 'শির্ক-ই-আকবর' (বৃহত্তম শির্ক) থেকেও যেন বাঁচতে থাকে এবং 'রিয়া' বা 'লোক দেখানো' থেকেও, যেটাকে 'শির্ক-ই-আস্‌গর' (বা ছোটতর শির্ক) বলা হয়।

মুসলিম শরীফে আছে, যে ব্যক্তি 'সূরা কাহ্‌ফ'-এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে মুক্ত রাখবেন। এটাও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যে ব্যক্তি 'সূরা কাহ্‌ফ' পড়বে, সে আট দিন পর্যন্ত প্রত্যেক ফিৎনা থেকে মুক্ত থাকবে। ★

****

★ 'সূরা কাহ্‌ফ' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা মার্‌য়াম' মক্কী। এ'তে ছয়টি রুকূ', আটানব্বইটি আয়াত, সাতশ আশিটি পদ এবং তিন হাজার সাতশ আশিটি বর্ণ রয়েছে।

সূরা মার্‌য়াম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মার্‌য়াম মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৯৮ রুকূ'-৬

রুকূ' - এক

كٓهٰيٰعٓصٓ ①

১. কাফ-হা - য়া - 'আয়ন্‌ - সাদ;

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ②

২. এটা হচ্ছে বিবরণ তোমার প্রতিপালকের ঐ অনুগ্রহের, যা তিনি আপন বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছেন,

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ③

৩. যখন সে আপন প্রতিপালককে নীরবে আহ্বান করেছে (২)।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④

৪. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে (৩) এবং মাথার চুলগুলো থেকে উজ্জ্বল শুভ্রতা প্রকাশ পেয়েছে (৪) এবং হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি (৫)।

وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ⑤

৫. এবং আমার মনে আমার পরে আমার স্বজনদের সম্পর্কে আশংকা রয়েছে (৬); এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; সুতরাং আমাকে তোমার নিকট থেকে এমন কাউকে দান করো যে আমার কাজ সম্পাদন করবে (৭)।

يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥

৬. সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং য়া'কূবের বংশধরদের উত্তরাধিকারী হবে; এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে পছন্দনীয় করো (৮)।'

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨاسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ⑦

৭. হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ শুনাচ্ছি এক পুত্রের, যার নাম য়াহ্‌য়া; এর পূর্বে আমি এ নামে কাউকেও নামকরণ করিনি।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ⑧

৮. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র কোত্থেকে হবে? আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা এবং আমি বার্দ্ধক্যের কারণে শুকিয়ে যাবার অবস্থায় পৌঁছে গেছি (৯)।'

قَالَ كَذٰلِكَ

৯. বললেন, 'এরূপই হবে (১০)।' তোমার

টীকা-২. কেননা, নীরবে প্রার্থনা 'রিয়া' বা লোক দেখানো থেকে দূরে এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ থাকে। অনুরূপ ভাবে এ উপকারও ছিলো যে, বার্দ্ধক্যের বয়সে যখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর কিংবা আশি বছর ছিলো, তখন সন্তানের জন্য প্রার্থনা করা এ সম্ভাবনা রাখতো যে, জনসাধারণ এ জন্য সমালোচনা করবে। একারণেও এ প্রার্থনা নীরবে করা যথাযথ ছিলো।

অপর এক অভিমত হচ্ছে- বার্দ্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে হযরতের কণ্ঠস্বরও দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৩. অর্থাৎ বার্দ্ধক্যের দুর্বলতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, অস্থি (হাড়), যা খুবই মজবুত অঙ্গ, তাতেও দুর্বলতা এসে গেলো। কাজেই, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তির অবস্থাও বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা।

টীকা-৪. অর্থাৎ সমগ্র মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিলো।

টীকা-৫. সর্বদা তুমি আমার প্রার্থনা কবূল করেছো এবং আমাকে তাঁদেরই অন্তর্ভূক্ত করেছো যাঁদের প্রার্থনা কবূল হয়।

টীকা-৬. চাচাত ভাই ইত্যাদি সম্পর্কে, যারা দুষ্টলোক, যাতে আমার দ্বীনের মধ্যে কালিমা লেপন করতে না পারে। যেমন বনী ইস্রাঈলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে।

টীকা-৭. এবং আমার জ্ঞানের ধারক হবে,

টীকা-৮. যে, আপন অনুগ্রহে তাঁকে নবূয়ত দান করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালামের এ দো'আ কবূল করলেন। আর এরশাদ করলেন-

টীকা-৯. এ প্রশ্নটা তিনি, তা আল্লাহ্‌র জন্য অসম্ভব মনে করে করেননি, বরং উদ্দেশ্য একথা জানতে চাওয়া যে, সন্তান দান কোন্ পন্থায় করা হবে? পুনরায় কি যৌবন দান করা হবে, না এমতাবস্থায়ই সন্তান দান করা হবে?

টীকা-১০. তোমাদের উভয় থেকে পুত্র পয়দা করাই মঞ্জুর হয়েছে।

টীকা-১১. সুতরাং যিনি অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনতে সক্ষম তিনি বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান দান করলে আশ্চর্যের কি আছে!

টীকা-১২. যা দ্বারা আমি বুঝতে পারি যে, আমার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে।

টীকা-১৩. সুস্থ ও নিরাপদে থাকা সত্ত্বেও, কোন রোগ ছাড়াই এবং বোবা না হয়েও। সুতরাং অনুরূপই হয়েছে। উক্ত দিনসমূহে তিনি মানুষের সাথে বাক্যালাপ করতে সক্ষম হননি। যখন আল্লাহর 'যিকর' করতে চাইতেন তখন মুখ খুলে যেতো।

টীকা-১৪. যা তাঁর নামাযের স্থান ছিলো। আর লোকেরা মেহ্‌রাবের পেছনে অপেক্ষমান ছিলো যেন তিনি তাদের জন্য দরজা খুলেন। অতঃপর তারা প্রবেশ করবে ও নামায আদায় করবে। যখন হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালাম বের হয়ে আসলেন তখন তাঁর রং পরিবর্তিত হয়েছিলো বাক্যালাপ করতে পারছিলেন না। এ অবস্থা দেখে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো– এ কি অবস্থা?

প্রতিপালক বলেছেন, 'তা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমিতো এর পূর্বে তোমাকে ঐ সময় সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না (১১)।'

১০. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন নিদর্শন দিয়ে দাও (১২)।' বললেন, 'তোমার নিদর্শন এ যে, তুমি তিন রাত-দিন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করবে না একেবারে সুস্থ থাকা সত্ত্বেও (১৩)।'

১১. অতঃপর আপন সম্প্রদায়ের নিকট মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলো (১৪), তারপর তাদেরকে ইঙ্গিতে বললো, 'সকল-সন্ধ্যায় (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকো (১৫)।'

১২. 'হে য়াহ্য়া! কিতাবটা (১৬) দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো।' এবং আমি তাকে শৈশবেই নবূয়ত প্রদান করেছি (১৭)

১৩. এবং আমার নিকট থেকে দয়া (১৮) ও পবিত্রতা (১৯); এবং (সে) পরিপূর্ণ খোদা-ভীতিসম্পন্ন ছিলো (২০)।

১৪. এবং আপন মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী ছিলো, উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলোনা (২১)।

১৫. এবং শান্তি তারই উপর যেদিন জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ⑨

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ⑩

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ⑪

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۭ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑫

وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۭ وَكَانَ تَقِيًّا ⑬

وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ⑭

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ

টীকা-১৫. এবং নিয়ম মোতাবেক ফজর ও আসরের নামায আদায় করতে থাকো। তখন হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালাম নিজে কথা বলতে না পারার কারণে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর স্ত্রী সাহেবা গর্ভবতী হয়ে গেছেন এবং হযরত ইয়াহ্য়া আলায়হিস্ সালামের জন্মের দু'বছর পর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন–

টীকা-১৬. অর্থাৎ তাওরীতকে

টীকা-১৭. যখন তাঁর পবিত্র বয়স তিন বছর ছিলো তখন তাঁকে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা পরিপূর্ণ বিবেক বুদ্ধি দান করলেন এবং তাঁর প্রতি ওহী করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমার অভিমত এটাই। আর এতো অল্প বয়সে বুঝশক্তি, প্রজ্ঞা, পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধি এবং জ্ঞান থাকা অস্বাভাবিক অলৌকিক অবস্থার শামিল। আর যখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের করুণায় এসব গুণাবলী অর্জিত হয়, তখন এমতাবস্থায় নবূয়ত লাভ করা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং আয়াতের মধ্যে 'হুকুম' (حُكْم) শব্দ দ্বারা 'নবূয়ত' বুঝানো হয়েছে। এ অভিমতই বিশুদ্ধ। কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, তা দ্বারা 'হিকমত' অর্থাৎ তাওরীত বুঝার শক্তি ও ধর্ম-বিষয়ে বুঝ শক্তির কথাই বুঝানো হয়েছে। (খাযিন, মাদারিক ও কবীর)

বর্ণিত হয় যে, এ শৈশবকালে অন্যান্য ছেলেরা তাঁকে খেলাধূলা করার জন্য আহ্বান করেছিলো। তখন তিনি বললেন, مَا لِلَّعِبِ خُلِقْنَا অর্থাৎ "আমাদেরকে খেলাধূলার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।"

টীকা-১৮. দান করেছি এবং তাঁর অন্তরে কোমলতা ও দয়া রেখেছি, যেন মানুষকে দয়া করে।

টীকা-১৯. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা বলেছেন, ' زَكٰوة ' দ্বারা এখানে ইবাদত-বন্দেগী ও নিষ্ঠাই বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২০. এবং তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে অতিমাত্রায় কান্নাকাটি করতেন। এমনকি তাঁর পবিত্র বরকতময় চেহারার উপর অশ্রুধারা প্রবাহিত হবার চিহ্ন পরিলক্ষিত হতো।

টীকা-২১. অর্থাৎ তিনি অতীব বিনয়ী ও ভদ্র ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের প্রতি অনুগত ছিলেন।

টীকা-২২. যে, এ তিনটা দিন খুবই আশংকাজনক। কেননা, এ দিনগুলোতে মানুষ তাই দেখতে পায়, যা এর পূর্বে দেখতে পায়নি। এ কারণে এ তিনটা স্থানে অতিমাত্রায় ভীতির সঞ্চার হয়। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত য়াহ্য়া আলায়হিস্ সালামকে সম্মানিত করেছেন যে, এ তিনটি স্থানে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রদান করেছেন।

টীকা-২৩. অর্থাৎ হে নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! ক্বোরআন করীমে হযরত মারয়ামের ঘটনা পাঠ করে ঐসব লোককে শুনিয়ে দিন, যাতে তারা তাঁর সম্পর্কে জানতে পারে।

টীকা-২৪. স্বীয় স্থানে কিংবা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পূর্ব পার্শ্বে লোকদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে ইবাদতের জন্য নির্জন অবস্থান গ্রহণ করলেন;

وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ⑮

জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে (২২)।

রুকূ' - দুই

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ⑯

১৬. এবং কিতাবে মারয়ামকে স্মরণ করুন (২৩)! যখন আপন পরিবারবর্গ থেকে পূর্বদিকে পৃথক একস্থানে চলে গিয়েছিলো (২৪);

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ⑰

১৭. অতঃপর তাদের দিক থেকে সেখানে (২৫) একটা পর্দা করে নিলো। তারপর তার প্রতি আমি আপন 'রূহানী' প্রেরণ করেছি (২৬), সে তার সামনে একজন সুস্থ মানুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ⑱

১৮. বললো, 'আমি তোমার থেকে রাহমান (পরম দয়ালু আল্লাহ্)-এর আশ্রয় চাচ্ছি যদি তোমার মধ্যে খোদার ভয় থাকে।'

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ⑲

১৯. বললো, 'আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত হই, আমি তোমাকে একটা পবিত্র পুত্র প্রদান করবো।'

قَالَتْ أَنّٰى يَكُونُ لِي غُلٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ⑳

২০. বললো, 'আমার পুত্র কোত্থেকে হবে, আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি, না আমি ব্যভিচারিনী?'

قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ㉑

২১. বললো, 'এরূপই হবে (২৭);' তোমার প্রতিপালক বলেছেন, 'এটা (২৮) আমার জন্য সহজসাধ্য এবং এ জন্য যে, আমি তাকে মানুষের জন্য নিদর্শন (২৯) করবো এবং আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ (৩০); এবং এ কাজটা চূড়ান্ত হয়ে গেছে (৩১)।'

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ㉒

২২. তখন মারয়াম তাকে গর্ভে ধারণ করলো, অতঃপর তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলো (৩২)।

টীকা-২৫. অর্থাৎ নিজের ও পরিবারবর্গের মধ্যখানে।

টীকা-২৬. জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম,

টীকা-২৭. এটাই আল্লাহ্র নিকট সাব্যস্ত হয়েছে যে, তোমাকে পুরুষের স্পর্শ করা ছাড়াই পুত্র সন্তান দান করবেন।

টীকা-২৮. অর্থাৎ পিতা ছাড়া পুত্র প্রদান করা

টীকা-২৯. এবং আপন ক্ষমতার অকাট্য প্রমাণ

টীকা-৩০. তাদেরই জন্য, যারা তাঁর দ্বীনের অনুসরণ করে, তাঁর উপর ঈমান আনে;

টীকা-৩১. আল্লাহ্র জ্ঞানে। এখন না রদ্দ হতে পারে, না বদলাতে পারে। যখন হযরত মারয়াম (আলায়হাস্ সালাম) আশ্বস্ত হয়ে গেলেন এবং তাঁর দুশ্চিন্তা দূরীভূত হলো তখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম তার জামার বুকের দিকে উন্মুক্ত অংশে অথবা আস্তীনে কিংবা আঁচলে অথবা মুখের মধ্যে ফুঁক দিলেন এবং তিনি আল্লাহ্র কুদরতক্রমে, তৎক্ষণাৎ গর্ভবর্তী হয়ে যান। তখন হযরত মারয়ামের বয়স তের কিংবা দশ বছর ছিলো।

টীকা-৩২. আপন পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে। আর উক্ত স্থান ছিলো 'বায়ত লাহ্ম' (বেথেলহাম)। ওয়াহাব-এর অভিমত হচ্ছে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি হযরত মারয়ামের গর্ভবতী হওয়া সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন তিনি তাঁর চাচাতভাই ইউসূফ নাজ্জার ছিলেন; তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদের খাদেম ছিলেন এবং খুব বড় ইবাদতকারী লোক ছিলেন।

যখন তিনি জানতে পারলেন মারয়াম গর্ভবতী, তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। যখন তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনই তাঁর ইবাদত-বন্দেগী, তাক্বওয়া বা খোদাভীতি এবং সবসময় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যে উপস্থিত থাকা ও কখনো অনুপস্থিত না থাকার কথা স্মরণ করে নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। আবার যখন তাঁর গর্ভবতী হবার কথা ভাবতেন, তখন তাঁকে মন্দ জ্ঞান করা কষ্টসাধ্য মনে হতো।

পরিশেষে, তিনি হযরত মারয়ামকে বললেন, "আমার মনে একটা কথা এসেছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করছি তা মুখে উচ্চারণ না করতে; কিন্তু এখন ধৈর্য হচ্ছে না। আপনি অনুমতি দিলে তা বলে দিতে পারি, যাতে আমার মনের দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়ে যায়।" হযরত মারয়াম বললেন, "ভাল কথা, বলো।" তখন

তিনি বললেন, "হে মারয়াম! আমাকে বলুন! বীজ ছাড়া ফসল, বৃষ্টি ছাড় বৃক্ষ এবং পিতা ছাড়াও কি সন্তান হতে পারে?" হযরত মারয়াম বললেন, "হাঁ। তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম যে ফসল সৃষ্টি করেছেন তা বীজ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। আর স্রষ্টা নিজ ক্ষমতায় বৃষ্টি ছাড়াই উৎপাদন করলেন, তুমি কি একথা বলতে পারবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পানির সাহায্য ব্যতীত বৃক্ষ উৎপাদন করতে সক্ষম নন?" য়ুসুফ বললো, "আমি তো তা বলছি না। নিঃসন্দেহে আমি একথা স্বীকার করি যে, আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন। যাকে 'কুন' (হয়ে যা) বলেন তা হয়ে যায়।"

হযরত মারয়াম বললেন, 'তুমি কি জানোনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম ও তাঁর স্ত্রীকে পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন?" হযরত মারয়ামের ঐ কথায় য়ুসুফের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেলো। আর হযরত মারয়াম গর্ভের কারণে দুর্বল হয়ে পড়লেন। এ কারণে তিনি মস্জিদের সেবা কার্যে তাঁর স্থলাভিষিক্তের দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারয়ামকে 'ইলহাম' (গোপন আদেশ) করলেন যেন তিনি আপন সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে চলে যান। এ কারণে, তিনি 'বায়ত-লাহ্‌ম' (বেথেলহাম্)-এ চলে গেলেন।

টীকা-৩৩. যে বৃক্ষটা জঙ্গলে শুকিয়ে গিয়েছিলো। তখন তীব্র শীতের মৌসুম ছিলো। তিনি সেই বৃক্ষের তলায় আসলেন, যেন সেটার সাথে হেলান দিতে পারেন। আর লজ্জিত হবার আশংকায়-

২৩. অতঃপর তাকে প্রসব-বেদনা একটা খেজুর-বৃক্ষমূলে নিয়ে আসলো (৩৩)। বললো, 'হায়! এর পূর্বে কোন মতে আমি যদি মরে যেতাম এবং লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!'

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

২৪. অতঃপর তাঁকে (৩৪) তার নিম্নদেশ থেকে আহ্বান করলো, 'তুমি দুঃখ করোনা (৩৫), নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তোমার নিম্নদেশে একটা নহর প্রবাহিত করে দিয়েছেন (৩৬)।

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾

২৫. এবং খেজুর বৃক্ষের গোড়া ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তখন তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুরসমূহ ঝরে পড়বে (৩৭)।

وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

২৬. সুতরাং তুমি আহার করো এবং পান করো আর চক্ষু জুড়াও (৩৮)। অতঃপর যদি তুমি কোন মানুষ দেখো (৩৯) তবে বলে দিও, 'আমি আজ 'রাহমান' (পরম দয়ালু আল্লাহ্)-এর উদ্দেশ্যে রোযার মান্নত করেছি, সুতরাং আজ কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলবোনা (৪০)।'

فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

২৭. অতঃপর তাকে কোলে নিয়ে আপন সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলো (৪১)।

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۗ

টীকা-৩৪. হযরত জিব্রাঈল উপত্যকার নিম্নদেশ থেকে

টীকা-৩৫. স্বীয় একাকিত্বের জন্য; পানাহারের কোন বস্তু মওজুদ না থাকার কারণে এবং মানুষের অপবাদের আশংকা করে-

টীকা-৩৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, "হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম অথবা হযরত জিব্রাঈল আপন পায়ের গোড়ালি দিয়ে মাটির উপর আঘাত করলেন। তখনই মিষ্ট পানির একটা প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে গেলো এবং খেজুরের বৃক্ষটা তরুতাজা হয়ে ফল ধারণ করলো। উক্ত ফল 'তাজা-পাকা' পেড়ে নেয়ার সময় হয়ে গেলো। অতঃপর হযরত মারয়ামকে বলা হলো-

টীকা-৩৭. যা প্রসূতির জন্য অতি উত্তম খাদ্য।

টীকা-৩৮. আপন সন্তান ঈসা আলায়হিস্ সালামকে দেখে।

টীকা-৩৯. যে তোমাকে সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে,

টীকা-৪০. পূর্ববর্তী যুগে 'কথা বলা' ও 'কথোপকথন করা'রও রোযা পালন করা হতো, যেমন আমাদের শরীয়তে পানাহারের রোযা পালন করা হয়। আমাদের শরীয়তে নিশ্চুপ থাকার রোযার বিধান রহিত হয়ে গেছে।

হযরত মারয়ামকে নিশ্চুপ থাকার জন্য মান্নত করার নির্দেশ এজন্যই দেয়া হয়েছিলো, যেন কথা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) নিজেই বলেন। আর তাঁর কথাগুলোও যেন মজবুত দলীল হয়, যাতে অপবাদ দূরীভূত হয়ে যায়।

এ থেকে কতিপয় মাস্আলা জানা যায়ঃ-

মাস্আলাঃ নির্বোধ লোকের কথার জবাবে নিশ্চুপ থাকা ও উপেক্ষা করা উচিত। কবির ভাষায়- "جواب جاہلاں باشد خموشی" (অর্থাৎঃ মূর্খ লোকের কথার উত্তম জবাব হলো চুপ থাকা।)

মাস্আলাঃ কথা কোন উত্তম ব্যক্তির প্রতিই সোপর্দ করা উত্তম। হযরত মারয়াম এটাও ইঙ্গিত দ্বারা বলেছেন যে, "আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলবো না।"

টীকা-৪১. যখন লোকেরা দেখলো যে, হযরত মারয়ামের কোলে একটা শিশু সন্তান, তখন তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো ও দুঃখিত হলো। কেননা, তাঁরা

সালেহীন পরিবারের লোক ছিলেন এবং–

টীকা-৪২. এবং 'হারূন' হয়ত হযরত মারয়ামের ভাইয়ের নাম ছিলো অথবা বনী ইস্রাঈলের মধ্যে একজন অত্যন্ত বুযর্গ ও সৎকর্মপরায়ণ লোকের নাম ছিলো; যাঁর তাক্বওয়া বা পরহেযগারীর সাথে উপমা দেয়ার জন্য ঐসব লোক হযরত মারয়ামকে 'হারূনের বোন' বলে আখ্যায়িত করেছিলো অথবা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের ভাই হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতি সম্পৃক্ত করেছিলো যদিও তাঁর যুগ বহুদিন আগের ছিলো এবং হাজার বছর কাল অতিবাহিত হয়েছিলো। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর বংশীয় ছিলেন সেহেতু 'হারূনের বোন' বলে দিয়েছিলেন। যেমন আরবের প্রবাদ ছিলো যে, তারা বনূ-তামীম গোত্রীয় যে কোন লোককে 'হে তামীমের ভ্রাতা!' বলে সম্বোধন করতো।

قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

তারা বললো, 'হে মারয়াম! নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ করে বসেছো।

يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

২৮. হে হারূনের বোন (৪২)! তোমার পিতা (৪৩) মন্দ লোক ছিলো না এবং না তোমার মাতা (৪৪) ব্যভিচারিনী।'

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ۖ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

২৯. এর জবাবে মারয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করলো (৪৫)। তারা বললো, 'আমরা কিভাবে কথা বলবো তারই সাথে, যে দোলনার শিশু (৪৬)?'

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ۗ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

৩০. শিশুটি বললো, 'আমি হই আল্লাহ্‌র বান্দা (৪৭)। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) করেছেন (৪৮),

وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

৩১. এবং তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন (৪৯) আমি যেখানেই থাকিনা কেন এবং আমাকে নামায ও যাকাতের তাকীদ দিয়েছেন যতদিন আমি জীবিত থাকি,

وَّبَرًّاۢ بِوَالِدَتِىْ ۫ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

৩২. এবং আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী (৫০) এবং আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি;

وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং ঐ শান্তি আমার প্রতি (৫১) যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং যেদিন আমার মৃত্যু হবে আর যেদিন জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবো (৫২)।'

টীকা-৪৩. অর্থাৎ ইমরান

টীকা-৪৪. হান্নাহ্

টীকা-৪৫. যা কিছু বলার আছে খোদ তাকেই বলো। এর জবাবে সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্রোধান্বিত হলো এবং

টীকা-৪৬. এ কথোপকথন শুনে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দুধ পান করা ছেড়ে দিলেন এবং আপন বাম হাতের উপর ভর করে সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন আর বরকতময় ডান হাতে ইশারা করে কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

টীকা-৪৭. সর্বপ্রথম তিনি নিজে (আল্লাহ্‌র) বান্দা হবার কথা স্বীকার করলেন যাতে কেউ তাঁকে খোদা কিংবা খোদার পুত্র বলে না বসে। কেননা, তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত অপবাদ দেয়ারই সম্ভাবনা ছিলো বেশী। আর এ অপবাদ তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলারই উপর গিয়ে ঠেকতো। এ কারণে, 'রিসালত' এর মহান পদের দাবী এটাই ছিলো যে, মায়ের পবিত্রতা বর্ণনা করার পূর্বে ঐ অপবাদকেই দূরীভূত করে দেবেন, যা আল্লাহ্ পাকের মহা মর্যাদার বিরুদ্ধে দেয়া হবে। আর এটা দ্বারা ঐ অপবাদও দূরীভূত হয়ে গেলো যা (তাঁর) মহীয়সী মাতার বিরুদ্ধে দেয়া যেতো। কেননা, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ মহান পদমর্যাদা (নবূয়ত ও রিসালত) যেই বান্দাকে দান করেন, নিশ্চয় তাঁর জন্ম এবং তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাব অতীব পাক-পবিত্রই হয়ে থাকে।

টীকা-৪৮. 'কিতাব' দ্বারা 'ইঞ্জীল' বুঝানো হয়েছে। হাসানের মতানুসারে, তিনি মায়ের গর্ভে থাকাবস্থায়ই তাঁর প্রতি তাওরীতের জ্ঞান 'ইলহাম' (স্বর্গীয় প্রেরণা) সূত্রে প্রদান করা হয়েছিলো। আর তিনি শিশু অবস্থায় লালিত হচ্ছিলেন, তখনই তাঁকে নবূয়ত দান করা হয়েছিলো। বস্তুতঃ এমতাবস্থায় 'কথা বলা' তাঁর মু'জিযাই ছিলো।

কোন কোন তাফসীরকারক আয়াতের অর্থ বলতে গিয়ে এটাও বর্ণনা করেন যে, এটা ছিলো 'নবূয়ত' ও 'কিতাব' প্রাপ্ত হবার সংবাদ, যা অনতিবিলম্বে তিনি লাভ করতে যাচ্ছিলেন।

টীকা-৪৯. অর্থাৎ মানুষের উপকার সাধনকারী মঙ্গলের শিক্ষাদাতা এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর তাওহীদের (একত্ববাদ) প্রতি আহ্বানকারী।

টীকা-৫০. করেছেন

টীকা-৫১. যা হযরত য়াহ্য়া আলায়হিস্ সালামের উপর বর্ষিত হয়েছিলো।

টীকা-৫২. যখন হযরত ঈসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালাম এ কথা বললেন, তখন লোকদের মনে হযরত মারয়ামের দোষমুক্ত ও পবিত্র হওয়া সম্পর্কে

দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো। আর হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এতটুকু বলে নিশ্চুপ হয়ে যান। এরপর আর কথা বলেননি, যতদিন পর্যন্ত না ঐ বয়সে উপনীত হলেন, যাতে শিশুরা কথা বলে থাকে। (খাযিন)

টীকা-৫৩. অর্থাৎ ইহুদীগণ তো তাঁদেরকে যাদুকর ও মিথ্যুক বলতো (আল্লাহ্‌রই পানাহ)! আর খৃষ্টানগণ তাঁকে খোদা, খোদার পুত্র এবং তিন খোদার মধ্যে তৃতীয় বলে। (তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ বহু উর্ধ্বে।) এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা করছেন–

টীকা-৫৪. তা থেকে।

টীকা-৫৫. এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

টীকা-৫৬. এবং হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) সম্পর্কে খৃষ্টানরা কতিপয় দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছেঃ **এক)** য়া'কৃবিয়া, **দুই)** নাস্তুরিয়া এবং **তিন)** মালাকানিয়া।

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. এ-ই-হচ্ছে ঈসা, মরিয়ম-তনয়। সত্য কথা, যাতে তারা সন্দেহ করছে (৫৩)।

مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾

৩৫. আল্লাহ্‌র জন্য শোভা পায় না যে, তিনি কাউকে আপন সন্তান স্থির করবেন। পবিত্রতা তাঁরই জন্য (৫৪)। যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন তখন এভাবেই সেটার উদ্দেশ্যে বলেন, 'হয়ে যা!' সেটা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়।

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং ঈসা বললো, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ প্রতিপালক হন আমার ও তোমাদের (৫৫)। সুতরাং তাঁরই বন্দেগী করো। এ পথই সোজা সরল।'

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করলো (৫৬); সুতরাং ধ্বংস কাফিরদের জন্য এক মহা দিবসের উপস্থিতি থেকে (৫৭)।

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. কতই শুনবে এবং কতই দেখবে, যেদিন আমার নিকট হাযির হবে (৫৮)! কিন্তু আজ যালিমগণ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে (৫৯)।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. এবং তাদেরকে সতর্ক করুন!– পরিতাপের দিবস সম্পর্কে (৬০), যখন সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে (৬১)। আরতারা অলসতার মধ্যে রয়েছে (৬২) ও মান্য করছেনা।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

৪০. নিশ্চয় পৃথিবী এবং যা কিছু সেটার উপর রয়েছে– সব কিছুর মালিক আমিই হবো (৬৩) এবং তারা আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে (৬৪)।

'য়া'কৃবিয়া' বলতো যে, তিনি (হযরত ঈসা) খোদা হন, পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন, আবার আসমানের উপর উঠে গেছেন।

'নাস্তুরিয়া'-এর বক্তব্য হচ্ছে– তিনি হচ্ছেন খোদার পুত্র। যতদিন পর্যন্ত (খোদা) ইচ্ছা করেছেন, ততদিন পৃথিবী পৃষ্ঠে রেখেছেন। অতঃপর উঠিয়ে নিয়েছেন।

'তৃতীয় দল' এ কথা বলতো যে, তিনি (হযরত ঈসা) আল্লাহ্‌র বান্দা, সৃষ্ট ও নবী হন। এ দলটা ঈমানদার ছিলো। (মাদারিক)

টীকা-৫৭. 'মহা দিবস' দ্বারা রোজ ক্বিয়ামত বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫৮. এবং সেদিনের দেখা ও শ্রবণ করা কোন উপকারে আসবে না যখন তারা দুনিয়ার সত্যের প্রমাণাদি দেখেনি আর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতিসমূহ শুনেনি। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, এ বাণীটা হুমকি স্বরূপ এরশাদ হয়েছে যে, সেদিন এমন ভয়ানক কথাবার্তা শুনবে ও দেখবে, যেগুলোর কারণে হৃদযন্ত্র ফেটে যাবে।

টীকা-৫৯. না সত্য দেখেছে, না শুনেছে, বধির ও অন্ধ বনেই রয়ে গেছে। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে 'ইলাহ্' ও 'উপাস্য' স্থির করছে, অথচ তিনি নিজেই সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেকে (আল্লাহ্‌র) বান্দা বলে ঘোষণা করেছেন।

টীকা-৬০. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কাফিরগণ জান্নাতের বিভিন্ন স্তর দেখতে পাবে, যেগুলো থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তখন তারা লজ্জিত ও দুঃখিত হবে আর বলবে, "হায়! পৃথিবীতে যদি ঈমান আনতাম!"

টীকা-৬১. এবং জান্নাতীগণ জান্নাতে ও দোযখীগণ দোযখে পৌঁছে যাবে, এমন কঠিন দিবস সম্মুখে রয়েছে।

টীকা-৬২. এবং ঐ দিনের জন্য কোন চিন্তা-ভাবনা করেনা।

টীকা-৬৩. অর্থাৎ সবাই বিলীন হয়ে যাবে; আমিই স্থায়ী থাকবো।

টীকা-৬৪. আমি তাদের কর্মসমূহের প্রতিদান দেবো।

টীকা-৬৫. অর্থাৎ ক্বোরআনের মধ্যে।

টীকা-৬৬. অর্থাৎ অধিক সত্যনিষ্ঠ। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 'সিদ্দীক্ব' (صِدِّيْق)-এর অর্থ হচ্ছে 'অধিক সত্যায়নকারী; যিনি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর একত্বের; তাঁর নবীগণ ও তাঁর রসূলগণের এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার সত্যায়ন করেন ও আল্লাহ্র বিধানাবলী পালন করেন।

টীকা-৬৭. অর্থাৎ মূর্তি পূজারী আযরকে।

টীকা-৬৮. অর্থাৎ 'ইবাদত' হচ্ছে মা'বুদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন করা। এর তিনিই উপযোগী হতে পারেন যিনি পূর্ণতার সমস্ত গুণাবলী ও অনুগ্রহের মালিক হন; প্রতিমার মত অকেজো বস্তুগুলো নয়। মোটকথা, একক লা-শরীক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউই ইবাদতের উপযোগী নয়।

টীকা-৬৯. আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আল্লাহ্র পরিচিতির

টীকা-৭০. আমার দ্বীন কবূল করো,

টীকা-৭১. যা দ্বারা তুমি আল্লাহ্র নৈকট্যের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারবে।

টীকা-৭২. এবং তার আনুগত্য করে কুফর ও শির্কে লিপ্ত হয়োনা।

টীকা-৭৩. এবং অভিসম্পাত ও শাস্তিতে তার সঙ্গী হয়ে যাবে। এ করুণামাখা উপদেশ ও হৃদয়গ্রাহী পথ-নির্দেশনা থেকে আযর উপকার গ্রহণ করেনি এবং এর জবাবে

টীকা-৭৪. প্রতিমাগুলোর বিরোধিতা ও সেগুলোকে মন্দ বলা এবং সেগুলোর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা থেকে

টীকা-৭৫. যাতে আমার হাত ও জিহ্বা থেকে নিরাপদে থাকো। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম

টীকা-৭৬. এটা ছিলো পরস্পর পরস্পর থেকে বিদায়-বিচ্ছেদের সালাম।

টীকা-৭৭. যাতে তিনি তাওবা করা ও ঈমান আনার শক্তি দিয়ে তোমাকে ক্ষমা করেন।

টীকা-৭৮. 'বাবেল' শহর থেকে সিরিয়ার দিকে হিজরত করে।

টীকা-৭৯. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

রুকূ' - তিন

৪১. এবং কিতাবে (৬৫) ইব্রাহীমকে স্মরণ করো! নিশ্চয় সে অতীব সত্যবাদী (৬৬) ছিলো, (নবী) অদৃশ্যের সংবাদদাতা।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

৪২. যখন আপন পিতাকে বললো (৬৭), 'হে আমার পিতা! কেন এমন কিছুর পূজা করছো, যা না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোন কাজে আসে (৬৮)?

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾

৪৩. হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমার নিকট (৬৯) ঐ জ্ঞান এসেছে যা তোমার নিকট আসেনি। সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ করো (৭০), আমি তোমাকে সরল পথ দেখাবো (৭১)।

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

৪৪. হে আমার পিতা! শয়তানের বান্দা হয়োনা (৭২)! নিঃসন্দেহে শয়তান পরম দয়ালু (আল্লাহ্)-এর অবাধ্য।

يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

৪৫. হে আমার পিতা! আমি এই আশংকা করছি যে, তোমাকে 'রাহমান'-এর কোন শাস্তি স্পর্শ করবে। তখন তুমি শয়তানের সাথী হয়ে যাবে (৭৩)।'

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৪৬. বললো, 'তুমি কি আমার খোদাগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো হে ইব্রাহীম? নিশ্চয়, যদি তুমি (৭৪) নিবৃত্ত না হও, তবে আমি তোমার উপর পাথর বর্ষণ করবো এবং আমার নিকট থেকে দীর্ঘকালের জন্য সম্পর্কহীন হয়ে যাও (৭৫)।'

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

৪৭. বললো, 'ব্যাস্। তোমার প্রতি সালাম (৭৬), অবিলম্বে আমি তোমার জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো (৭৭)। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহশীল।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

৪৮. এবং আমি পৃথক হয়ে (একদিকে) যাবো (৭৮) তোমাদের থেকে এবং ঐসব থেকে যেগুলোর তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছো এবং আমি আমার প্রতিপালকেরই ইবাদত করবো (৭৯)। এটা সন্নিকটে যে, আমি আমার প্রতিপালকের বন্দেগী দ্বারা হতভাগ্য হবো না (৮০)।'

وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

টীকা-৮০. এতে এই সুক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেভাবে তোমরা প্রতিমা পূজা করে হতভাগ্য হয়েছো, খোদার ইবাদতকারীর জন্য এ কথা প্রযোজ্য নয়। তাঁর ইবাদতকারী কখনো হতভাগ্য ও বঞ্চিত হয়না।

টীকা-৮১. 'পবিত্র ভূমি'র প্রতি হিজরত করে

টীকা-৮২. পুত্র সন্তান

টীকা-৮৩. সন্তানের সন্তান। অর্থাৎ পৌত্র।

বিশেষদ্রষ্টব্যঃ এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের বয়স শরীফ এতই দীর্ঘ হয়েছিলো যে, তিনি আপন পৌত্র হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালামকে দেখেছিলেন। এ আয়াতের মধ্যে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র জন্য হিজরত করা ও আপন ঘর-বাড়ী ত্যাগ করার এই প্রতিদান পাওয়া গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুত্র ও পৌত্র দান করেছেন।

টীকা-৮৪. অর্থাৎ অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করেছেন।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

৪৯. অতঃপর যখন তাদের নিকট থেকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অন্যান্য উপাস্যগুলো থেকে পৃথক হয়ে গেলো (৮১) তখন আমি তাকে ইসহাক্ব (৮২) এবং য়া'কূব (৮৩)কে দান করেছি এবং প্রত্যেককেই অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) করেছি।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

৫০. এবং আমি তাদেরকে আপন অনুগ্রহ দান করেছি (৮৪) আর তাদের জন্য সত্য সমুচ্চ খ্যাতি রেখেছি (৮৫)।

রুকূ' - চার

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ؗ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾

৫১. এবং কিতাবের মধ্যে মূসাকে স্মরণ করুন! নিশ্চয় সে মনোনীত ছিলো এবং রসূল ছিলো, অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী।

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

৫২. এবং আমি তাকে তূর পর্বতের ডান দিক থেকে আহ্বান করেছি (৮৬) এবং তাকে আপন রহস্য বলার জন্য নিকটবর্তী করেছি (৮৭)।

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং নিজ অনুগ্রহে তার ভাই হারূনকে দান করেছি (অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী) নবীরূপে (৮৮)।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ؗ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং কিতাবের মধ্যে ইস্মা'ঈলকে স্মরণ করুন (৮৯)! নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী ছিলো (৯০) এবং রসূল ছিলো, অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী;

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

৫৫. এবং আপন পরিজনবর্গকে (৯১) নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতো; আর আপন প্রতিপালকের নিকট পছন্দনীয় ছিলো (৯২)।

টীকা-৮৫. অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী- মুসলমান হোক কিংবা ইহুদী হোক অথবা খৃষ্টান- সবাই তাঁর প্রশংসা করে এবং নামাযসমূহের মধ্যে তাঁর ও তাঁর সন্তানদের উপর দরূদ পাঠ করা হয়।

টীকা-৮৬. 'তূর' হচ্ছে একটা পর্বতের নাম, যা মিশর ও মাদ্‌য়ান-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম মাদ্‌য়ান থেকে আসার সময় 'তূর'-এর ঐ দিক থেকে, যা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের ডান দিকে ছিলো, একটা বৃক্ষ থেকে আহ্বান করা হলো- يٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (অর্থাৎ হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।)

টীকা-৮৭. 'নৈকট্য'-এর মর্যাদা দান করেছেন। পর্দা (অন্তরাল) উঠিয়ে দিলেন; এমন কি তিনি 'কলম'-এর লিখার শব্দ শুনতে পান। আর তাঁর মান-মর্যাদাকে উন্নত করা হয়েছে এবং তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেছেন।

টীকা-৮৮. যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম প্রার্থনা করলেন- 'হে প্রতিপালক! আমার পরিজনবর্গের মধ্য থেকে আমার ভ্রাতা হারূনকে আমার উযীর করুন।' আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহে এ প্রার্থনা কবূল করলেন এবং হযরত হারূন আলায়হিস্ সালামকে তাঁর দো'আয় নবী করেছেন। হযরত হারূন আলায়হিস্ সালাম হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন।

টীকা-৮৯. যিনি হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তান এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পিতামহ।

টীকা-৯০. নবীগণ সবাই সত্যনিষ্ঠ হন; কিন্তু তিনি এই বিশেষ গুণের কারণে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। একদিন কোন এক স্থানে তাঁকে কোন একজন লোক বলে গিয়েছিলো, "আপনি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি।" তিনি সে স্থানে তার অপেক্ষায় তিনদিন যাবত অবস্থান করেছিলেন। তিনি ধৈর্য ধারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 'যবেহ'-এর সময় তিনি এমনিভাবেই তা পূরণ করেন। (সুবহানাল্লাহ্!)

টীকা-৯১. এবং আপন সম্প্রদায় 'জুরহম'-কে, যাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন।

টীকা-৯২. আপন ইবাদত বন্দেগী, সৎকর্মসমূহ, ধৈর্য ও অটলতা, অবস্থাদি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে।

টীকা-৯৩. তাঁর নাম 'আখ্নূখ্'। তিনি হযরত নূহ আলায়হিস সালামের পিতার দাদা ছিলেন। হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের পর তিনিই প্রথম রসূল হন। তাঁর পিতা হলেন হযরত 'শীস ইবনে আদম' (আলায়হিস্ সালাম।) তিনিই সর্বপ্রথম কলম দিয়ে লিখেছেন। কাপড় সেলাই করা ও সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করার সূচনাও তিনি করেছিলেন। তাঁর পূর্বেকার লোকেরা পশুর চামড়া পরিধান করতো। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম হাতিয়ার প্রস্তুতকারী, দাঁড়ি-পাল্লার আবিষ্কারক এবং নক্ষত্র ও গণনা শাস্ত্রের (علم نجوم) মধ্যে গভীর উদ্ভাবনকারী ছিলেন তিনিই। এসব কাজের তিনিই সর্বপ্রথম সূচনা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ত্রিশখানা 'সহীফা' অবতীর্ণ করেন। আল্লাহর কিতাবসমূহ অধিক পরিমাণে পাঠ করার কারণে তাঁর নাম 'ইদ্রীস' হয়েছে।

টীকা-৯৪. 'পৃথিবীতে তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।' অথবা এ অর্থ যে, 'আসমানে উঠিয়ে নিয়েছি।' বস্তুতঃ এটা'ই বিশুদ্ধতর। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত– বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ রাত্রিতে হযরত ইদ্রীস আলায়হিস্ সালামকে চতুর্থ আসমানের উপর দেখতে পান।

হযরত কা'আব আহ্বার প্রমূখ থেকে বর্ণিত যে, হযরত ইদ্রীস আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালাম 'মালাকুল মাওত'কে (মৃত্যুর ফিরিশ্তা) বললেন, "আমি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে চাই; তা কিরূপ! তুমি আমার রূহ হনন করে দেখাও।" তিনি তাঁর নির্দেশ পালন করলেন। 'রূহ' হনন করে তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি ফিরিয়ে দিলেন। তিনি পুনরায় জীবিত হয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, "এখন আমাকে জাহান্নাম দেখাও, যাতে আল্লাহ্র ভয় আরো বৃদ্ধি পায়।" সুতরাং তাও করা হলো। জাহান্নাম দেখে তিনি দোযখের দারোগা 'মালেক'-কে বললেন, "দরজা খুলে দাও! আমি সেটার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে চাই।" সুতরাং তাই করা হলো। আর তিনি সেটার উপর দিয়ে অতিক্রম করলেন। অতঃপর তিনি 'মালাকুল মওত'কে বললেন, "আমাকে জান্নাত দেখাও।" তিনি তাঁকে জান্নাতে নিয়ে গেলেন। তিনি দরজা খুলিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে 'মালাকুল মওত' বললেন, "এখন আপনি আপন স্থানে তশরীফ নিয়ে চলুন।" তিনি বললেন, "এখন আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন–
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ
(প্রত্যেককে মৃত্যুসুধা পান করতে হবে)। তার স্বাদতো আমি গ্রহণ করেছি। আরো এরশাদ করেন–
وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا
(অর্থাৎ প্রত্যেককে জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিবাহিত হতে হবে)। আমি তা অতিক্রম করেছি। এখন আমি জান্নাতে পৌছে গিয়েছি। আর জান্নাতে যারা পৌছে যায় তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন–
وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করা হবেনা)। সুতরাং এখন আমাকে জান্নাত থেকে বের হবার জন্য কেন বলছো?"

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾
وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

৫৬. এবং কিতাবের মধ্যে ইদ্রীসকে স্মরণ করুন (৯৩)! নিঃসন্দেহে সে অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ছিলো, অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী।

৫৭. এবং আমি তাকে উচ্চ স্থানের উপর উঠিয়ে নিয়েছি (৯৪)।

৫৮. তারাই, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন অদৃশ্যের সংবাদদাতাগণের মধ্য থেকে– আদম সন্তানদের থেকে (৯৫), তাদের মধ্যে যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম (৯৬), এবং ইব্রাহীম (৯৭) ও য়া'কূবের বংশধরদের মধ্য থেকে (৯৮) এবং তাদেরই মধ্য থেকে, যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করে নিয়েছি (৯৯), যখন তাদের নিকট রাহমানের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে সাজদারত ও ক্রন্দনরত হয়ে (১০০)।

আল্লাহ্ তা'আলা 'মালাকুল মওত'-কে ওহী করলেন– "হযরত ইদ্রীস আলায়হিস্ সালাম যা কিছু করেছেন সবই আমার অনুমতিক্রমে করেছেন। আর তিনি আমারই অনুমতিক্রমে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। তাঁকে ছেড়ে দাও তিনি জান্নাতেই থাকবেন।" সুতরাং তিনি সেখানেই জীবিত আছেন।

টীকা-৯৫. অর্থাৎ হযরত ইদ্রীস ও হযরত নূহ (আলায়হিমাস্ সালাম)

টীকা-৯৬. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম, যিনি হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের পৌত্র এবং তাঁর সন্তান 'সাম'-এরই সন্তান হন।

টীকা-৯৭. এর বংশধরগণ থেকে হযরত ইস্মাঈল, হযরত ইস্হাক্ব ও হযরত য়া'কূব (আলায়হিমুস্ সালাম।)

টীকা-৯৮. হযরত মূসা, হযরত হারূন, হযরত যাকারিয়া, হযরত য়াহ্য়া এবং হযরত ঈসা (সালাওয়াতুল্লাহি আলায়হিম ওয়া সালামুহু।)

টীকা-৯৯. শরীয়তের ব্যাখ্যা ও বাস্তবতা উদ্ঘাটনের জন্য।

টীকা-১০০. আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতগুলোতে সংবাদ দিয়েছেন যে, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম, আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহ শুনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে এবং ভয়ে ক্রন্দন করতেন ও সাজদা করতেন।

মাস্আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, কোরআন পাককে অন্তরে বিনয় সহকারে শ্রবণ করা ও ক্রন্দন করা মুস্তাহাব।

টীকা-১০১. ইহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায়।

টীকা-১০২. আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার পরিবর্তে তাঁর অবাধ্যতার পথকেই বেছে নিয়েছে।

টীকা-১০৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা বলেন, 'গায়্য' (غى) জাহান্নামের একটা উদ্যান। সেটার উত্তাপ থেকে জাহান্নামের অন্যান্য উদ্যানগুলো পর্যন্ত আশ্রয় চায়। এটা ঐসব লোকের জন্য, যারা যিনায় অভ্যস্ত ও তা বারংবার করতে থাকে। আর যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত, যারা সুদ খায় ও সুদে অভ্যস্ত হয় এবং যারা মাতা-পিতার অবাধ্য। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী।

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

৫৯. অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ঐ অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ আসলো (১০১), যারা নামাযসমূহ নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে (১০২), সুতরাং অনতিবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্য'-এর জঙ্গল পাবে (১০৩);

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴿٦٠﴾

৬০. কিন্তু যারা তাওবাকারী হয়েছে এবং ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে; সুতরাং এসব লোক জান্নাতে যাবে এবং তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না (১০৪);

جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ إِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾

৬১. বসবাসের জন্য বাগানসমূহ, যেগুলোর প্রতিশ্রুতি রাহমান স্বীয় (১০৫) বান্দাদেরকে অদৃশ্যেই দিয়েছেন (১০৬)। নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতিশ্রুতি আগমনকারীই।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا إِلَّا سَلٰمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٦٢﴾

৬২. তারা সেখানে কোন অসার বাক্য শুনবে না, কিন্তু 'সালাম' (১০৭) এবং তাদের জন্য তাতে তাদের জীবিকা রয়েছে সকাল-সন্ধ্যায় (১০৮)।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

৬৩. এটা হচ্ছে ঐ বাগান, যার অধিকারী আমি আপন বান্দাদের মধ্য থেকে তাকেই করবো, যে খোদাভীরু।

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

৬৪. এবং (জিব্রাঈল মাহবূবের নিকট আরয করলো) (১০৯), 'আমরা ফিরিশ্‌তারা অবতরণ করিনা, কিন্তু হুযূরের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে। তাঁরই, যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে এবং যা আমাদের পেছনে রয়েছে আর যা এর মধ্যখানে রয়েছে (১১০); এবং হুযূরের প্রতিপালক ভুলে যান না (১১১)।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

৬৫. আসমানসমূহ ও যমীন এবং যা কিছু এ দু'এর মধ্যবর্তী রয়েছে সবকিছুরই মালিক; সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর বন্দেগীর উপর অবিচল থাকো। তুমি কি তাঁর নামের অন্য কাউকে জানো (১১২)?

টীকা-১০৪. এবং তাদের কর্মসমূহের প্রতিদানে কোনরূপ হ্রাস করা হবেনা।

টীকা-১০৫. ঈমানদার, সৎকর্মপরায়ণ এবং তাওবাকারী

টীকা-১০৬. অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে, জান্নাত তাদের নিকট থেকে অদৃশ্য, তাদের চোখের সামনে নেই। অথবা এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেরা জান্নাতের নিকট থেকে অনুপস্থিত, সেটা স্বচক্ষে দেখে না।

টীকা-১০৭. ফিরিশ্‌তাদের অথবা একে অপরের

টীকা-১০৮. অর্থাৎ অনবরত; কেননা, জান্নাতের মধ্যে রাত ও দিন নেই। জান্নাতবাসীগণ সর্বদা নূরের মধ্যেই থাকবে। অথবা অর্থ এই যে, পৃথিবীর দিনের পরিমাণ সময়ের মধ্যে দু'বার বেহেশ্‌তী নি'মাতসমূহ তাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে।

টীকা-১০৯. শানে নুযূলঃ বোখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈলকে বললেন, "হে জিব্রাঈল! তুমি যতবার আমার নিকট এসে থাকো তদপেক্ষা বেশী আসোনা কেন?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১১০. অর্থাৎ সমস্ত স্থানের তিনিই মালিক। আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরই ইচ্ছা ও নির্দেশের তাবেদার। তিনি প্রত্যেক নড়াচড়া ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং আলস্য ও ভুলে যাওয়া থেকে পবিত্র।

টীকা-১১১. যখনই তিনি চান আমাদেরকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেন।

টীকা-১১২. অর্থাৎ কেউ তাঁর সাথে নামগত শরীকও নেই এবং তাঁর ওয়াহ্‌দানিয়াত (একত্ব) এতই সুস্পষ্ট যে, মুশরিকগণও তাদের কোন বাতিল উপাস্যের নাম 'আল্লাহ্' রাখেনি।

টীকা-১১৩. 'মানুষ' দ্বারা এখানে ঐ কাফিরদের কথা বুঝায়, যারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়াকে অস্বীকার করতো। যেমন- উবাই ইবনে খালাফ এবং ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্। এসব লোকেরই প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর এটাই তা অবতীর্ণ হবার কারণ।

টীকা-১১৪. সুতরাং যিনি অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি যদি আপন ক্ষমতায় মৃতকে জীবিত করে দেন তবে তাতে আশ্চর্য কিসের?

টীকা-১১৫. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার বিষয়কে অস্বীকারকারীদের।

টীকা-১১৬. অর্থাৎ কাফিরদেরকে তাদের পথভ্রষ্টকারী শয়তানদের সাথে, এভাবে যে, প্রত্যেক কাফির শয়তানের সাথে একই শিকলে আবদ্ধ থাকবে।

টীকা-১১৭. কাফিরদের

টীকা-১১৮. অর্থাৎ দোযখে প্রবেশের ক্ষেত্রে, যে অধিক অবাধ্য এবং কুফরের মধ্যে সর্বাধিক জঘন্য হবে তাকে সর্বাগ্রে প্রবেশ করানো হবে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, কাফিরদের সবাইকে জাহান্নামের চতুর্পার্শ্বে শিকলে আবদ্ধ করে এবং গলায় ফাঁস পরিয়ে হাযির করা হবে। তারপর যারা কুফর ও অবাধ্যতার অধিক জঘন্য হবে তাদেরকে সর্বাগ্রে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

টীকা-১১৯. সৎকর্মপরায়ণ হোক কিংবা অসৎকর্মপরায়ণ হোক; তবে সৎকর্মপরায়ণগণ নিরাপদে থাকবে। আর যখন তারা জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে থাকবে, তখন দোযখ থেকে এ ধ্বনি উঠবে- "হে মু'মিন অতিক্রম করে যাও! তোমার 'নূর' (জ্যোতি) আমার লেলিহান অগ্নিশিখাকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।"

হাসান ও ক্বাতাদাহ্ বর্ণনা করেন, "দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করা দ্বারা 'পুলসিরাত'-এর উপর দিয়ে অতিক্রম করা বুঝানো হয়েছে, যা দোযখের উপরই স্থাপিত।"

টীকা-১২০. অর্থাৎ জাহান্নাম অতিক্রম করা নিশ্চিত ফয়সালা, যা আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের উপর অপরিহার্য করেছেন।

টীকা-১২১. অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে

টীকা-১২২. যেমন নযর ইবনে হারিস প্রমুখ কোরাঈশ গোত্রীয় কাফিরগণ সাজসজ্জা করে, চুলে তেল মেখে ও আঁচড়ে এবং ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে গর্ব ও দম্ভ সহকারে গরীব ও ফকীর

রুকূ' - পাঁচ

৬৬. এবং মানুষ বলে, 'আমি যখন মরে যাবো তখন কি অবশ্যই অনতিবিলম্বে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবো (১১৩)?'

وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

৬৭. এবং মানুষের কি স্মরণ নেই যে, আমি এর পূর্বে তাকে সৃষ্টি করেছি আর সে কিছুই ছিলো না (১১৪)?

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾

৬৮. সুতরাং আপনার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদেরকে (১১৫) এবং শয়তানদের- সবাইকে পরিবেষ্টিত করে আনবো (১১৬) এবং তাদেরকে দোযখের আশেপাশে হাযির করবো, হাঁটুর উপর ভর করে পতিত অবস্থায়।

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

৬৯. অতঃপর, আমি (১১৭) প্রত্যেক দল থেকে বের করবো যে তাদের মধ্যে পরম দয়ালুর প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য হবে (১১৮)।

ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

৭০. অতঃপর আমি ভালভাবে জানি তাদেরকে, যারা এ আগুনে ভূনার অধিক উপযোগী।

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

৭১. এবং তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যে দোযখ অতিক্রম করবে না (১১৯)। আপনার প্রতিপালকের দায়িত্বে এটা অবশ্যই স্থিরকৃত বিষয় (১২০)।

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾

৭২. অতঃপর আমি ভয় সম্পন্নদেরকে উদ্ধার করে নেবো (১২১) এবং যালিমদেরকে তাতে ছেড়ে দেবো নতজানু অবস্থায়।

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

৭৩. এবং যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন কাফিরগণ (১২২) মুসলমানদেরকে বলে, 'কোন্ দলের অবস্থান শ্রেষ্ঠ এবং মজলিস উত্তম (১২৩)?'

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

৭৪. এবং আমি তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি (১২৪), যারা তাদের চেয়েও সামগ্রী এবং বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিলো।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا ﴿٧٤﴾

টীকা-১২৩. উদ্দেশ্য এই যে, যখন আয়াতগুলো অবতারণ করা হয় এবং অকাট্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পেশ করা হয়, তখন কাফিররা সেগুলোর মধ্যে তো চিন্তা-ভাবনা করেনা এবং সেগুলো থেকে উপকার গ্রহণ করেনা; বরং তদস্থলে ধন-সম্পদ, পোষাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থানের উপর গর্ব ও দম্ভ করতে থাকে।

টীকা-১২৪. কত উম্মতকে ধ্বংস করে দিয়েছি,

টীকা-১২৫. পৃথিবীতে তার বয়স দীর্ঘায়িত করে এবং তাকে তার বিভ্রান্তি ও অবাধ্যতার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে,

টীকা-১২৬. পৃথিবীর হত্যা ও বন্দী হওয়া

টীকা-১২৭. যাতে বিভিন্ন ধরণের লাঞ্ছনা ও শাস্তি শামিল রয়েছে।

টীকা-১২৮. কাফিরদের শয়তানী ফৌজ কিংবা মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সৈন্যদল। এতে মুশরিকদের ঐ কথার খণ্ডন রয়েছে, যা তারা বলেছিলো, "কোন্ দলের মর্যাদা উৎকৃষ্ট এবং মজলিস উত্তম?"

টীকা-১২৯. এবং ঈমান দ্বারা ধন্য হয়েছে,

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰىٓ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾

وَّنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

৭৫. আপনি বলুন! যারা বিভ্রান্তিতে থাকে পরম দয়াময় তাদেরকে প্রচুর ঢিল দেন (১২৫) এ পর্যন্ত যে, যখন তারা দেখে নেয় ঐ বিষয়, যার তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, তা শাস্তি হোক (১২৬) অথবা ক্বিয়ামত হোক (১২৭)। অতঃপর শীঘ্রই জানতে পারবে– কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং কার সৈন্যদল দুর্বল (১২৮)।

৭৬. এবং যারা সৎ পথ পেয়েছে (১২৯), আল্লাহ্ তাদের জন্য হিদায়ত আরো বৃদ্ধি করবেন (১৩০) এবং চিরস্থায়ী সৎকর্মসমূহের (১৩১) তোমার প্রতিপালকের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান ও সর্বাপেক্ষা উত্তম পরিণাম রয়েছে (১৩২)।

৭৭. তবে কি আপনি তাকে দেখেছেন, যে আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে এবং বলে, 'আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই (১৩৩)।'

৭৮. সে কি অদৃশ্যকে উঁকি মেরে দেখে এসেছে (১৩৪) কিংবা পরম দয়াময়ের নিকট কোন অঙ্গীকার করে রেখেছে?

৭৯. কখনো নয় (১৩৫)। এখন আমি লিখে রাখবো যা তারা বলে এবং তাকে খুবই দীর্ঘ শাস্তি প্রদান করবো;

৮০. এবং যে সব বিষয় বলছে (১৩৬) সেগুলোর আমিই মালিক থাকবো এবং আমার নিকট একাই আসবে (১৩৭)।

টীকা-১৩০. এর উপর অটলতা দান করে এবং অধিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও শক্তি প্রদান করে।

টীকা-১৩১. ইবাদত-বন্দেগীসমূহ, পরকালের জন্য সমস্ত সৎকর্ম, পঞ্জেগানা নামায, আল্লাহ্ তা'আলার 'তাসবীহ' ও 'তাহমীদ' (পবিত্রতা ও প্রশংসা বাক্য পাঠ করা), তাঁর 'যিক্‌র' (স্মরণ) এবং সমস্ত সৎকর্ম– এ সবই 'স্থায়ী সৎকর্ম'। এ গুলো মু'মিনদের জন্য স্থায়ী হয় এবং কাজে আসে।

টীকা-১৩২. কিন্তু কাফিরদের কর্মসমূহ তার বিপরীত। এগুলো সবই অকেজো ও বাতিল।

টীকা-১৩৩. শানে নুযূলঃ বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, হযরত খোব্বাব ইবনে আরতের অন্ধকার যুগে আস্ ইবনে ওয়াইল সাহ্মীর উপর কিছু কর্জ ছিলো। তিনি তা উশুল করার জন্য তার নিকট গেলেন। তখন আস্ বললো, "আমি আপনার উক্ত ঋণ পরিশোধ করবো না যতক্ষণ না আপনি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে ফিরে যান এবং কুফর অবলম্বন করেন।"

হযরত খোব্বাব বললেন, "এমন কখনো হতে পারে না; এমন কি যদি তুমি মৃত্যু বরণও করো এবং মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে ওঠো।" সে বলতে লাগলো, "আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবো?" হযরত খোব্বাব বললেন, "হাঁ।" আস্ বললো,"তাহলে আমাকে ছেড়ে দিন! এ পর্যন্ত যে, আমি মৃত্যুবরণ করি এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে আসি আর আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি লাভ হয়। তখনই আপনার ঋণ পরিশোধ করবো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৩৪. এবং সে কি 'লওহ-ই-মাহফূয্'-এর মধ্যে দেখে নিয়েছে যে, পরকালে সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি লাভ করবে?

টীকা-১৩৫. এমন না হলে,

টীকা-১৩৬. অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এসব থেকে তার মালিকানা ও তার ক্ষমতা প্রয়োগ তার ধ্বংস ও মৃত্যুর কারণে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

টীকা-১৩৭. যে, তার নিকট না সম্পদ থাকবে, না সন্তান-সন্ততি এবং তার এ দাবী করা মিথ্যা হয়ে যাবে।

টীকা-১৩৮. অর্থাৎ মুশরিকগণ বোত্গুলোকে তাদের উপাস্য করে নিয়েছে এবং সেগুলোর পূজা করতে আরম্ভ করেছে। তাও এ আশায় যে,

টীকা-১৩৯. এবং তাদের সহায় হয় এবং তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করে;

টীকা-১৪০. এমন হতেই পারেনা।

টীকা-১৪১. বোত্, যেগুলোর এরা পূজা করে।;

৮১. এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য খোদা স্থির করে বসেছে (১৩৮) যাতে সেগুলো তাদেরকে শক্তি যোগায় (১৩৯);

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا

৮২. কখনো নয় (১৪০); অনতিবিলম্বে তারা (১৪১) ওদের বন্দেগীর কথা অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে (১৪২)।

كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

রুকূ' – ছয়

৮৩. আপনি কি প্রত্যক্ষ করেন নি– আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে শয়তানদের প্রেরণ করেছি (১৪৩) যে, তারা তাদেরকে খুব প্রলুব্ধ করছে (১৪৪)?

اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا

৮৪. সুতরাং আপনি তাদের বিষয়ে তাড়াতাড়ি করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি (১৪৫)।

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا

৮৫. যে দিন আমি খোদাভীরুদেরকে পরম দয়াময়ের প্রতি নিয়ে যাবো মেহমান বানিয়ে (১৪৬);

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا

৮৬. এবং অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে খেদায়ে নিয়ে যাবো তৃষ্ণাতুর অবস্থায় (১৪৭);

وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

৮৭. লোকেরা সুপারিশের মালিক নয়, কিন্তু ঐসব লোক যারা পরম দয়াময়ের নিকট অঙ্গীকার রেখেছে (১৪৮)।

لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا

৮৮. এবং কাফিরগণ বললো (১৪৯), 'পরম দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।'

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا

৮৯. নিঃসন্দেহে তোমরা চরম সীমার ভারী কথা নিয়ে এসেছো (১৫০);

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا

৯০. এতে আসমান বিদীর্ণ হয়ে পড়ার উপক্রম হবে এবং পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে আর পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে (১৫১);

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا

টীকা-১৪২. তাদেরকে অস্বীকার করবে ও অভিসম্পাত করবে। আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোকে বাক্শক্তি দেবেন, আর সেগুলো বলবে, "হে প্রতিপালক! তাদেরকে শাস্তি দাও!"

টীকা-১৪৩. অর্থাৎ শয়তানদেরকে তাদের প্রতি ছেড়ে দিয়েছি এবং বিজয়ী করে দিয়েছি।

টীকা-১৪৪. এবং পাপাচারের প্রতি উৎসাহিত করছে?

টীকা-১৪৫. কর্মসমূহের প্রতিদানের জন্য অথবা শ্বাস-প্রশ্বাস নিঃশেষ করার জন্য, অথবা দিন-মাস ও বছরগুলোর ঐ মেয়াদের জন্য, যা তাদের শাস্তির জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে।

টীকা-১৪৬. হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, মুত্তাকী মু'মিনদেরকে হাশরে তাঁদের কবর থেকে আরোহণ করিয়ে উঠানো হবে আর তাঁদের যানবাহনগুলোর উপর স্বর্ণ খচিত আসন ও পাল্কী (হাওদা) শোভা পাবে।

টীকা-১৪৭. লাঞ্ছনা ও অবমাননার সাথে তাদের কুফরের কারণে;

টীকা-১৪৮. অর্থাৎ যাঁরা সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করেছেন, তাঁরাই সুপারিশ করবেন। অথবা অর্থ এ যে, সুপারিশ শুধু মু'মিনদেরই পক্ষে করা হবে এবং তাঁরাই তা দ্বারা উপকৃত হবেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ঈমান এনেছে, যে —— لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) বলেছে, তাঁর জন্য আল্লাহ্র নিকট 'প্রতিশ্রুতি' রয়েছে।

টীকা-১৪৯. অর্থাৎ ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকগণ, যারা ফিরিশ্তাদেরকে 'আল্লাহ্র কন্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করতো যে,

টীকা-১৫০. এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের বাতিল এবং অতি জঘন্য ও মন্দ (বিশ্রী) উক্তি তোমরা মুখে উচ্চারণ করেছো!

টীকা-১৫১. অর্থাৎ এ উক্তিটা এমনই অশালীনতা ও বেয়াদবীপূর্ণ যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা ক্রোধান্বিত হন, তাহলে সেটার কারণেই সমগ্র সৃষ্টিজগতের নিয়ম-শৃংখলা তছনছ হয়ে যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন, কাফিরগণ যখন এ বেয়াদবী করলো এবং এমন বেপরোয়া কথা মুখে উচ্চারণ করলো, তখন একমাত্র জিন্ ও মানুষজাতি ছাড়া আসমান, যমীন ও পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লো

এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিলো। ফিরিশ্‌তাগণ ক্রোধান্বিত হলেন, জাহান্নাম উত্তেজিত হলো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন পবিত্রতা বর্ণনা করলেন।

টীকা-১৫২. তিনি তা থেকে পবিত্র এবং তাঁর জন্য সন্তান-সন্ততি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

টীকা-১৫৩. বান্দা হবার কথা স্বীকার করে। আর 'বান্দা হওয়া' ও 'সন্তান হওয়া' একত্রিত হতেই পারে না এবং সন্তান-সন্ততি মামলূক হয়না। যারা 'মামলূক' হয় তারা কখনো সন্তান-সন্ততি হতে পারেনা।

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

৯১. এ জন্য যে, তারা পরম দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করেছে।

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾

৯২. এবং পরম দয়াময়ের জন্য শোভা পায়না যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন (১৫২)।

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

৯৩. আস্‌মানসমূহ ও যমীনের মধ্যে যত কিছু আছে সবই তাঁর সামনে বান্দারূপে হাযির হবে (১৫৩)।

لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾

৯৪. নিশ্চয় তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তাদেরকে একেকটি করে গণনা করে রেখেছেন (১৫৪)।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

৯৫. এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকে ক্বিয়ামত-দিবসে তাঁরই সম্মুখে একাকী হাযির হবে (১৫৫)।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

৯৬. নিশ্চয় ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে অবিলম্বে তাদের জন্য পরম দয়াময় (পরস্পরের মধ্যে) ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন (১৫৬)।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿٩٧﴾

৯৭. অতঃপর আমি এ ক্বোরআনকে আপনার ভাষায় এ জন্য সহজ করেছি যেন আপনি ভীতি সম্পন্নদেরকে সুসংবাদ দেন এবং ঝগড়াটে লোকদেরকে তাঁর ভয় প্রদর্শন করেন।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

৯৮. এবং আমি তাদের পূর্বে কত মানব-গোষ্ঠীকে বিনাশ করে দিয়েছি (১৫৭)! আপনি কি তাদের মধ্যে কাউকেও দেখতে পাচ্ছেন, অথবা তাদের কোন শব্দও শুনতে পাচ্ছেন (১৫৮)? ★

টীকা-১৫৪. সব তাঁরই জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও পরিবেষ্টিত। প্রত্যেকের শ্বাস-প্রশ্বাস, রাত-দিন, স্মৃতিসমূহ, চিহ্নাদি এবং সমস্ত অবস্থা ও সমস্ত বিষয় তাঁরই গণনার মধ্যে রয়েছে। তাঁর নিকট কোন কিছু গোপন নয়। সবই তাঁর ব্যবস্থাপনা ও ক্ষমতাধীন রয়েছে।

টীকা-১৫৫. ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং সাহায্যকারী ব্যতিরেকেই।

টীকা-১৫৬. অর্থাৎ আপন মাহবূব করে নেবেন। আর আপন বান্দাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করবেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে– যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করেন, তখন হযরত জিব্রাঈলকে বলেন, "অমুক ব্যক্তি আমার নিকট প্রিয়।" তখন থেকে হযরত জিব্রাঈলও তাঁকে ভালবাসতে আরম্ভ করেন। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আসমানগুলোতে ঘোষণা করেন, "আল্লাহ্ তা'আলা অমুক লোককে ভালবাসেন। তোমরাও সবাই তাঁকে ভালবাসো।" তখন আসমানবাসীগণ তাঁকে ভালবাসতে থাকে। অতঃপর পৃথিবীতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে ব্যাপক করে দেয়া হয়।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে জানা গেলো যে, সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ ও কামিল ওলীগণের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা তাঁদের আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবারই প্রমাণবহ। যেমন হযরত গাওসে আযম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু, হযরত সুলতান নিযাম উদ্দীন দেহলভী, হযরত সুলতান সৈয়্যদ আশ্‌রাফ জাহাঙ্গীর সামনানী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম) ও অন্যান্য সম্মানিত কামিল ওলীগণের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা তাঁদের আল্লাহর মাহবূব বান্দা হবারই প্রমাণ।

টীকা-১৫৭. নবীগণকে অস্বীকার করার কারণে কত উম্মতকেই আমি ধ্বংস করেছি।

টীকা-১৫৮. সে সবই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে, এসব লোকও যদি ঐ পন্থা অবলম্বন করে, তবে তাদেরও একই পরিণতি হবে।★

****

★ 'সূরা মার্‌য়াম' সমাপ্ত।

টীকা-১. **'সূরা তোয়াহা'** মক্কী; এতে আটটি রুকূ', একশ পঁয়ত্রিশটি আয়াত, এক হাজার ছয়শ একচল্লিশটি পদ এবং পাঁচ হাজার দু'শ বিয়াল্লিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. এবং সমগ্র রাত্রি জাগ্রত থাকার কষ্ট সহ্য করবেন!

শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইবাদতের মধ্যে খুবই কষ্ট সহ্য করতেন। গোটা রাত্রি (নামাযে) দাঁড়ানো অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। এমনকি, এ কারণে তাঁর কদম মোবারকে পানি এসে স্ফীত হয়ে যেতো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম হাযির হয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে আরয করলেন, "আপনার শরীর মুবারককে কিছু আরাম দিন, সেটারও প্রাপ্য রয়েছে।"

সূরা তোয়াহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তোয়াহা, মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১৩৫ রুকূ'-৮

রুকূ' - এক

১. তোয়াহা।

২. হে মাহবূব! আমি আপনার উপর এ ক্বোরআন এ জন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি ক্লেশে পড়বেন (২);

৩. হাঁ, তারই জন্য উপদেশ, যে ভয় করে (৩);

৪. তাঁরই অবতীর্ণ, যিনি যমীন ও সমুচ্চ আস্‌মানসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

৫. তিনি মহান দয়ালু, তিনি আরশের উপর (ইস্তিওয়া) করেন (সমাসীন হন), যেমনই তাঁর মর্যাদার জন্য শোভা পায়।

৬. তাঁরই, যা কিছু আস্‌মানসমূহে রয়েছে, যা কিছু যমীনে রয়েছে, যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে এবং যা কিছু এ ভেজা মাটির নীচে রয়েছে (৪)।

৭. এবং যদি তুমি কথা উচ্চ কণ্ঠে বলো তবে তিনি তো গোপন রহস্য জানেন এবং তাও, যা তদপেক্ষাও অধিক গোপন (৫)।

طٰهٰ ①

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ②

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ③

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ④

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ⑤

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ⑥

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ⑦

অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহি তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম লোকদের কুফর করা এবং তাদের ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকার উপর অত্যন্ত অনুতপ্ত ও দুঃখিত থাকতেন এবং পবিত্র অন্তরে এর কারণে দুঃখ ও বিষণ্ণতা বিরাজ করতো। এ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে যেন তিনি দুঃখ ও বিষণ্ণতার কষ্ট সহ্য না করেন। ক্বোরআন পাক তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়নি।

টীকা-৩. তারা তা থেকে উপকার গ্রহণ করবে ও হিদায়ত পাবে।

টীকা-৪. যা সপ্ত যমীনের নীচে রয়েছে। অর্থ এ যে, সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে- আরশ, আসমানসমূহ, যমীন ও মাটির সর্বনিম্ন স্তরে যা কিছুই থাকুক কিংবা যেখানেই থাকুক- সবকিছুরই মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্।

টীকা-৫. سِرّ অর্থাৎ 'রহস্য' হচ্ছে- যা মানুষ ধারণ করে ও গোপন করে। আর তদপেক্ষাও গোপন হচ্ছে যা মানুষ সম্পাদন করবে, কিন্তু এখনো সে সম্পর্কে সে জানেও না। না সেটার সাথে তার ইচ্ছাও সম্পৃক্ত হয়েছে, না সেটা পর্যন্ত তার ধ্যান-ধারণা পৌঁছেছে।

এক অভিমত এও রয়েছে যে, 'রহস্য' দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে, যা মানুষের নিকট থেকে গোপন করে, আর তদপেক্ষাও গোপন বস্তু হচ্ছে মনের প্ররোচনা।

অপর এক অভিমত হচ্ছে এই যে, বান্দার রহস্য হচ্ছে তাই যা সম্পর্কে বান্দা জানে ও আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। আর তা অপেক্ষাও অধিক গোপন হচ্ছে- আল্লাহ্‌র রহস্যাদি, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ই জানেন, বান্দা জানে না। আয়াতের মধ্যে সতর্ক করা হয়েছে যে, মানুষের মন্দ ও নিন্দিত কার্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিত; প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপনীয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কিছুই গোপন নয়।

আর এতে সৎ কার্যাদির প্রতি উৎসাহিতও করা হয়েছে এভাবে যে, বন্দেগী প্রকাশ্য হোক অথবা অপ্রকাশ্য, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গোপন নেই। তিনি সেগুলোর প্রতিদান দেবেন।

'তাফসীর-ই-বায়দাভী'-তে 'উক্তি' (কথা) দ্বারা 'আল্লাহ্‌র যিক্‌র' ও 'দো'আ বুঝানো হয়েছে। আর (আল্লামা বায়দাভী) বলেন যে, এ আয়াতে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও দো'আ উচ্চ কণ্ঠে করা আল্লাহ্ তা'আলাকে শুনানোর জন্য নয়; বরং 'যিক্‌র'-কে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও 'নাফ্‌স্'-কে অন্য কিছুতে মগ্ন করা থেকে বাধা দান ও বিরত রাখার জন্যই।

টীকা-৬. তিনি মূলতঃই একক যাত। আর নামসমূহ ও গুণাবলী বিভিন্নভাবে এর প্রকাশনা মাত্র। প্রকাশ থাকে যে, 'বর্ণনার বিভিন্নতা অর্থের বিভিন্নতার দাবীদার নয়।'

টীকা-৭. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর অবস্থাদির বিবরণ দেয়া হয়েছে, যাতে এ কথা জানা যায় যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম), যাঁরা উন্নত মর্যাদাসমূহ লাভ করেন, তাঁরা নবূয়ত ও রিসালতের 'ফরয' বা কর্তব্যাদি পালনের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ কষ্ট সহ্য করেন এবং কেমনই কঠিন বিপদে ধৈর্য ধারণ করেন! এখানে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের ঐ সফরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তিনি 'মাদ্‌য়ান' থেকে মিশরের দিকে হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আপন মহীয়সী মায়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওনা হয়েছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

৮. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কারো বন্দেগী নেই, তাঁরই রয়েছে সব উত্তম নাম (৬)।

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ⑧

৯. এবং আপনার নিকট কি মূসার কোন সংবাদ এসেছে (৭)?

وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ⑨

১০. যখন সে এক আগুন দেখলো, তখন তার স্ত্রীকে বললো, 'দাঁড়াও, এক আগুন আমার নজরে পড়েছে। সম্ভবতঃ আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসবো অথবা আগুনের উপর রাস্তা পাবো।'

اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ⑩

১১. অতঃপর যখন আগুনের নিকট আসলো (৮), আহ্বান করা হলো, 'হে মূসা!

فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى ⑪

১২. নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক হই। সুতরাং তুমি আপন জুতা খুলে ফেলো (৯); নিশ্চয় তুমি পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া'-এর মধ্যে এসেছো (১০)

اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ⑫

১৩. এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি (১১)। এখন কান পেতে শুনো, যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়।

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ⑬

১৪. নিশ্চয়, আমিই হলাম 'আল্লাহ্', আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তুমি আমার বন্দেগী করো এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম রাখো (১২)।

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ⑭

১৫. নিশ্চয় ক্বিয়ামত আগমনকারী। এটাই নিকটবর্তী ছিলো যে, আমি সেটাকে সবার নিকট থেকে গোপন রেখে দিই (১৩) যেন প্রত্যেকে আপন প্রচেষ্টার প্রতিদান পায় (১৪)।

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا تَسْعٰى ⑮

তিনি সিরিয়ার বাদশাহগণের ভয়ে সড়ক ছেড়ে জঙ্গলের পথ অতিক্রম করাই অবলম্বন করলেন। তাঁর বিবি সাহেবা গর্ভবতী ছিলেন। চলতে চলতে তাঁরা 'তূর' পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে উপনীত হলেন। এখানে রাত্রি বেলায় বিবি সাহেবার প্রসব-বেদনা আরম্ভ হলো। উক্ত রাত ছিলো তমসাচ্ছন্ন। বরফ পড়ছিলো। তীব্র শীত ছিলো। তিনি দূর থেকে আগুন দেখতে পান।

টীকা-৮. সেখানে একটা তরুতাজা, পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষ দেখতে পান, যা উপর থেকে নীচে পর্যন্ত অতি উজ্জ্বল ছিলো। তিনি যতই সেটার নিকটে যাচ্ছিলেন তা ততই দূরে সরে যাচ্ছিলো। যখন দাঁড়িয়ে যেতেন, তখন সেটা তাঁর নিকটে আসতো। তখন তাঁকে

টীকা-৯. এ'তে বিনয় প্রকাশ ও সম্মানিত ভূমির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং পবিত্র উপত্যকার মাটি থেকে বরকত অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

টীকা-১০. 'তুওয়া' পবিত্র উপত্যকার নাম, যেখানে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো।

টীকা-১১. তোমার সম্প্রদায় থেকে নবূয়ত ও রিসালত এবং সরাসরি কথা বলার মর্যাদা দ্বারা ধন্য করেছি। এ আহ্বান হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম তাঁর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাই শুনেছিলেন। আর তাঁর শ্রবণশক্তি এতই ব্যাপক হয়েছিলো যে, তাঁর সমগ্র শরীরই কান হয়ে গিয়েছিলো। (সুব্‌হানাল্লাহ্-আল্লাহ্‌রই পবিত্রতা।)

টীকা-১২. যাতে তুমি তার মধ্যে আমাকে স্মরণ করো এবং আমার স্মরণের মধ্যে নিষ্ঠা ও আমারই সন্তুষ্টি অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়; অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে। অনুরূপভাবে, লোক দেখানোরও যেন কোন দখল না থাকে।

অথবা এ অর্থ যে, তুমি আমার নামায কায়েম রাখো, যাতে আমিও তোমাকে আমার নিজ করুণা দ্বারা স্মরণ করি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, ঈমানের পর সর্বাপেক্ষা বড় ফরয হচ্ছে নামায।

টীকা-১৩. এবং বান্দাদেরকে সেটা কখন আসবে তা বলবো না এবং সেটা আসার খবর দেয়া যেতো না, যদি এই সংবাদ প্রদানের মধ্যে এ রহস্য না থাকতো-

টীকা-১৪. এবং তাঁর ভয়ে পাপাচার বর্জন করে, সৎকর্ম বেশী পরিমাণে করে এবং সর্বদা তাওবা করতে থাকে।

টীকা-১৫. হে মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর উম্মতগণ! সম্বোধনটা বাহ্যতঃ মূসা আলায়হিস্ সালামকে করা হয়েছে; কিন্তু উদ্দেশ্য তা দ্বারা তাঁর উম্মতগণই। (মাদারিক)

টীকা-১৬. এবং যদি তুমি তার কথা মান্য করো এবং ক্বিয়ামতের উপর ঈমান না আনো তবে

টীকা-১৭. এ প্রশ্নের রহস্য এ'যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আপন 'লাঠি' দেখে নেবেন এবং তাঁর মনে এ কথা খুব বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, 'এটা একটা লাঠি।' ফলে, যখন তা সাপের আকৃতি ধারণ করবে, তখন তাঁর পবিত্র অন্তরে কোনরূপ দুশ্চিন্তা আসবে না।

অথবা রহস্য এ যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে এমনভাবে পরিচিত করা হবে, যাতে কথোপকথনের আতংকের প্রভাব হ্রাস পায়। (মাদারিক ইত্যাদি)

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾

১৬. সুতরাং কখনো তোমাকে (১৫) যেন সেটা মান্য করা থেকে নিবৃত্ত না করে ঐ ব্যক্তি, যে সেটার উপর ঈমান আনেনা এবং আপন কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে (১৬), অতঃপর তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾

১৭. এ যে তোমার ডান হাতে কি, হে মূসা (১৭?'

قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾

১৮. আরয করলো, 'এটা আমার লাঠি (১৮) আমি সেটার উপর ভর করি এবং তা দিয়ে আমি আপন মেষ পালের উপর গাছের পাতা ঝেড়ে থাকি এবং তাতে আমার আরো কাজ আছে (১৯)।'

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾

১৯. এরশাদ করলেন, 'সেটা নিক্ষেপ করো, হে মূসা!'

فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾

২০. অতঃপর মূসা তা নিক্ষেপ করলো। তখনই তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগলো (২০)।

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾

২১. বললেন, 'সেটা উঠিয়ে নাও এবং ভয় করোনা; এখনই আমি সেটাকে আবার পূর্বের ন্যায় করে দেবো (২১)।

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٢﴾

২২. এবং আপন হাত আপন বাহুর সাথে মিলিয়ে নাও (২২), তা অতি শুভ্র হয়ে বের হবে, কোন রোগের কারণে নয় (২৩); অপর একটা নিদর্শনরূপে (২৪)।

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾

২৩. এ জন্য যে, আমি তোমাকে বড় বড় নিদর্শন দেখাবো।

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾

২৪. ফির'আউনের নিকট যাও (২৫), সে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে (২৬)।'

টীকা-১৮. উক্ত লাঠির উপরিভাগে দু'টি শাখা ছিলো। সেটার নাম ছিলো 'নাব্'আহ্' (نبعـــه)।

টীকা-১৯. যেমন, সফর সামগ্রী ও পানি বহন করা, কষ্টদায়ক প্রাণীকে প্রতিহত করা, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার কাজে লাগানো ইত্যাদি। এসব উপকারের কথা উল্লেখ করা আল্লাহ্র অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে

টীকা-২০. এবং আল্লাহ্র ক্ষমতা প্রদর্শন করা হয়েছে যে, যে লাঠি হাতেই থাকতো এবং এতসব কাজে আসতো, এখনই হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর অজগর সাপ হয়ে গেলো। এ অবস্থা দেখে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে

টীকা-২১. এ কথা বলতেই ভয়-ভীতি দূরীভূত হতে থাকে। এমন কি তিনি আপন হাত মুবারক সেটার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। আর তাঁর হাতে স্পর্শ করতেই তা পূর্বের ন্যায় লাঠি হয়ে গেলো। তখন এরপরে আর একটা মু'জিযা দান করলেন; সেটা সম্পর্কে এরশাদ করেন–

টীকা-২২. অর্থাৎ ডান হাতের তালু বাম হাতের বাহুর সাথে বগলের নীচে মিলিয়ে বের করে আনুন। তখন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধিয়ে এবং

টীকা-২৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, "হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়া সালামের বরকতময় হাত থেকে রাত ও দিনে সূর্যের ন্যায় আলো প্রকাশ পেতো এবং এ মু'জিযা তাঁর মহান মু'জিযাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো। অতঃপর আবার যখন তিনি আপন হাত মুবারক বগলের নীচে রেখে বাহুর সাথে মিলিয়ে নিতেন, তখন ঐ পবিত্র হাত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতো।

টীকা-২৪. আপনারি নবূয়তের সত্যতার পক্ষে লাঠির পর এ নিদর্শনও গ্রহণ করুন।

টীকা-২৫. রসূল হয়ে,

টীকা-২৬. এবং কুফরের মধ্যে সীমা অতিক্রম করে গেলো ও খোদা হবার দাবী করতে লাগলো।

টীকা-২৭. এবং সেটাকে 'রিসালত'-এর দায়িত্বভার বহনের জন্য প্রশস্ত করে দিন।

টীকা-২৮. যা শৈশবে আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার মুখে পুরে নেয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছিলো। আর এর ঘটনা এ ছিলো যে, শৈশবে তিনি একদিন ফিরআউনের কোলে ছিলেন। তিনি তার দাড়ি ধরে তার মুখের উপর জোরে এক চড় মেরেছিলেন। তাতে তার ভীষণ রাগ হলো আর তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করলো। বিবি আসিয়া (ফিরআউনের স্ত্রী) বললেন, "হে বাদশাহ্! এ'তো এক অবুঝ শিশু! কি বুঝে সে? তুমি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারো।" এ পরীক্ষার জন্য একটা পাত্রে আগুন এবং এক পাত্রে লালবর্ণের মণিমুক্তা তাঁর সামনে পেশ করা হলো। তিনি মণিমুক্তা নিতে চাইলেন। কিন্তু ফিরিশ্তা তাঁর হাতকে অঙ্গারের উপর রেখে দিলেন এবং ঐ অঙ্গার তাঁর মুখে পুরে দিলেন। তাতে তাঁর জিহ্বা মুবারক জ্বলে গিয়েছিলো। ফলে, জিহ্বায় জড়তার (তোৎলান) সৃষ্টি হলো। এটা দূরীভূত হবার জন্য তিনি এ দো'আ করেছিলেন।

রুকূ' - দুই

২৫. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আমার বক্ষ খুলে দাও (২৭)।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾

২৬. এবং আমার জন্য আমার কর্ম সহজ করে দাও!

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾

২৭. এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূরে করে দাও (২৮),

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿٢٧﴾

২৮. যাতে সে আমার কথা বুঝতে পারে।

يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

২৯. এবং আমার জন্য আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে একজন উযীর করে দাও (২৯)!

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾

৩০. সে কে? আমার ভাই হারুন;

هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾

৩১. তার দ্বারা আমার কোমর শক্ত করো!

اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾

৩২. এবং তাকে আমার কর্মে অংশীদার করো (৩০),

وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾

৩৩. যাতে আমরা তোমার প্রচুর পবিত্রতা ঘোষণা করতে পারি;

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾

৩৪. এবং অধিকভাবে তোমাকে স্মরণ করি (৩১)।

وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾

৩৫. নিশ্চয় তুমি আমাদেরকে দেখেছো (৩২)।'

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

৩৬. বললেন, 'হে মূসা! তোমার প্রার্থনা তোমাকে প্রদান করা হলো।

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾

৩৭. এবং নিশ্চয় আমি (৩৩) তোমার উপর আরো একবার অনুগ্রহ করেছি;

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٣٧﴾

৩৮. যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছি যা অনুপ্রেরণা যোগাবার ছিলো (৩৪)

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾

৩৯. যে, তুমি এ শিশুকে সিন্ধুকের মধ্যে রেখে সমুদ্রে (৩৫) ভাসিয়ে দাও, অতঃপর সমুদ্র সেটাকে তীরে ঠেলে দেবে, সেটাকে উঠিয়ে নেবে ঐ ব্যক্তি, যে আমার শত্রু এবং তারও শত্রু (৩৬), এবং আমি তোমার উপর আমার নিকট

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي
الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ
عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ

টীকা-২৯. যে আমার সাহায্যকারী ও নির্ভরযোগ্য হবে।

টীকা-৩০. অর্থাৎ নবূয়ত ও রিসালতের প্রচার কার্যে,

টীকা-৩১. নামাযসমূহের অভ্যন্তরেও নামাযের বাইরেও।

টীকা-৩২. আমাদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের এই দরখাস্তের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা

টীকা-৩৩. এর পূর্বে,

টীকা-৩৪. অন্তরে সৃষ্টি করে, অথবা স্বপ্নযোগে, যখন তাঁর মনে তাঁর জন্মের সময় ফিরআউনের পক্ষ থেকে তাঁকে হত্যা করে ফেলার আশংকা হলো।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ নীলনদে;

টীকা-৩৬. অর্থাৎ ফিরআউন। সুতরাং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মাতা একটা সিন্ধুক তৈরী করলেন এবং তাতে রুই বিছিয়ে দিলেন আর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে তাতে রেখে সিন্ধুকের মুখ বন্ধ করে দিলেন এবং এর ফাটলগুলোকে তৈলাক্ত আলকাতরা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন।

তিনি ঐ সিন্দুকের ভিতরে রেখে পানির নিকট পৌছুলেন। অতঃপর উক্ত সিন্দুকটা নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন। ঐ নদ থেকে একটা বড় নহর বের হয়ে ফিরআউনের রাজমহলের মধ্যে পৌছেছিলো। ফিরআউন তার স্ত্রী আসিয়ার সাথে নহরের তীরে উপবিষ্ট ছিলো। নহরে সিন্দুকটা ভেসে আসতে দেখে সে দাসদাসীদেরকে তা উঠিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দিলো। সিন্দুক উঠিয়ে সামনে আনা হলো, খুললো। তাতে নূরানী আকৃতির এক সন্তান ছিলো; যার কপাল থেকে সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হলো। তাঁকে দেখতেই ফিরআউনের অন্তরে এমন ভালবাসা সৃষ্টি হলো যে, সে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লো। তার বিবেক-বুদ্ধিও স্থির থাকলোনা। সে তখন নিজেকে সামলাতে পারলোনা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাবারাকা তা'আলা এরশাদ

ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৩৭. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে প্রিয়পাত্র করেছেন এবং সৃষ্টির নিকটও প্রিয়পাত্র করেছেন। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা 'আপন বন্ধুত্ব' দ্বারা ধন্য করেন, হৃদয়সমূহে তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এমনি অবস্থা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামেরও ছিলো। যে কেউই তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতো তা'রই অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যেতো। ক্বাতাদাহ্ বলেন যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের চক্ষুদ্বয়ে এমন লাবণ্যময় আকর্ষণ ছিলো যে, তাকে দেখে প্রত্যেক দৃষ্টিপাতকারীর অন্তরে ভালবাসার ঢেউ খেলতো।

টীকা-৩৮. অর্থাৎ আমার রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও!

টীকা-৩৯. যার নাম মার্‌য়াম ছিলো, যাতে সে তাঁর অবস্থাদি সম্পর্কে খবরাখবর নেয় এবং জেনে নেয় যে, সিন্দুকটা কোথায় পৌছেছে? তিনি কার হাতে গিয়ে পৌছেছেন? যখন সে দেখলো যে, সিন্দুকটা ফিরআউনের হাতে গিয়ে পৌছেছে এবং সেখানে ধাত্রীদেরকে দুধ পান করানোর জন্য হাযির করা হলো। কিন্তু তিনি কারো স্তন মুখে লাগান নি, তখন তাঁর বোন

টীকা-৪০. ঐসব লোক তা মঞ্জুর করলো। সে তাঁর আপন মাতাকে নিয়ে গেলো। তিনি তাঁর স্তনের দুধ গ্রহণ করলেন।

টীকা-৪১. তাঁকে দেখে,

টীকা-৪২. অর্থাৎ বিচ্ছেদের বিষাদ দূর হয়ে গেলো। এরপর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের অপর এক ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-৪৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ফিরআউনের সম্প্রদায়ের একজন কাফিরকে প্রহার করেছিলেন। সে মৃত্যুবরণ করেছিলো। কথিত আছে যে, তখন তাঁর বয়স ছিলো ১২ বছর। এ ঘটনার কারণে তিনি ফিরআউনের দিক থেকে বিপদের আশংকা বোধ করেছিলেন।

থেকে ভালবাসা ঢেলে দিয়েছি (৩৭) এবং এ জন্য যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনেই লালিত পালিত হও (৩৮)।'

৪০. তোমার বোন চললো (৩৯) অতঃপর বললো, 'আমি কি তোমাদেরকে তারই কথা বলে দেবো, যে এ শিশুর প্রতিপালন করবে (৪০)?' তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছি, যাতে তার চক্ষু (৪১) জুড়ায় ও দুঃখ না পায় (৪২); এবং তুমি একটা প্রাণ বধ করেছিলে (৪৩), অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি (৪৪); অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদ্‌য়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে (৪৫); এরপর তুমি এক নির্দ্ধারিত প্রতিশ্রুত সময়ে উপস্থিত হয়েছিলে, হে মূসা (৪৬)!

৪১. এবং আমি তোমাকে বিশেষ করে আমার জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছি (৪৭)।

৪২. তুমি ও তোমার ভ্রাতা- উভয়ে আমার নিদর্শনসমূহ (৪৮) নিয়ে যাও এবং আমার স্মরণে আলস্য করোনা।

৪৩. তোমরা দু'জন ফিরআউনের নিকট যাও, নিশ্চয় সে মাথাচাড়া নিয়েছে।

৪৪. অতঃপর তার সাথে নম্র কথা বলবে (৪৯), এ আশায় যে, সে মনোযোগ দেবে অথবা

مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ
عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ
كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ
وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَ
فَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي
أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ
يَا مُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾

اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا
فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾
اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ
يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

টীকা-৪৪. বিভিন্ন কষ্টে ফেলে এবং সেগুলো থেকে মুক্তি দিয়ে।

টীকা-৪৫. 'মাদ্‌য়ান' একটা শহর। মিশর থেকে আট 'মান্‌যিল' দূরে অবস্থিত। এখানে হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বসবাস করতেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম মিশর থেকে মাদ্‌য়ান আসলেন এবং কয়েক বছর যাবৎ হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের নিকট অবস্থান করলেন। আর তাঁর সাহেবজাদী সফূরার সাথে তাঁর বিবাহ হলো।

টীকা-৪৬. অর্থাৎ আপন বয়সের ৪০তম বছরে। আর এটা হচ্ছে ঐ বয়স, যে বয়সে নবীগণের প্রতি ওহী করা হয়।

টীকা-৪৭. আপন ওহী ও রিসালতের জন্য, যাতে তুমি আমার ইচ্ছা ও আমার ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারো এবং আমারই অকাট্য যুক্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। আর আমার ও আমার সৃষ্টির মধ্যখানে পয়গাম পৌছাতে পারো।

টীকা-৪৮. অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ,

টীকা-৪৯. অর্থাৎ তাকে নম্রভাবে উপদেশ দেবে। বস্তুতঃ তার সাথে নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ এ জন্য ছিলো যে, সে শৈশবে তাঁর সেবা করেছিলো। কোন

কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 'নম্রতা' দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, তিনি যেন তার সাথে এ ওয়াদা করেন যে, সে যদি ঈমান গ্রহণ করে তবে, সে সমগ্র জীবন যুবক থাকবে, কখনো বার্দ্ধক্য আসবে না এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার রাজত্ব স্থায়ী থাকবে, পানাহার ও বিবাহ-শাদীর স্বাদ ও আনন্দ আমৃত্যু স্থায়ী থাকবে। আর মৃত্যুর পর সহজে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।

যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ফিরআউনকে ঐ প্রতিশ্রুতি দিলেন তখন তার নিকট একথা খুবই পছন্দ হলো; কিন্তু সে কোন কাজের জন্য হামানের সাথে পরামর্শ করা ব্যতিরেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো না।

হামান তখন উপস্থিত ছিলো না। সে যখন আসলো তখন ফিরআউন তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করলো আর বললো, "আমি চাচ্ছি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের হিদায়ত অনুযায়ী ঈমান গ্রহণ করতে।" হামান বলতে লাগলো, "আমি তো তোমাকে জ্ঞানী ও বিবেকবান মনে করতাম। তুমিতো 'রব্ব' (প্রতিপালক) হও; 'বান্দা' হয়ে যেতে চাও? তুমি তো 'মা'বূদ' (উপাস্য), এখন উপাসক হবার আগ্রহ প্রকাশ করছো?"

ফিরআউন বললো, "তুমি ঠিক বলেছো।"

হযরত হারূন আলায়হিস্ সালাম মিশরে উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি হযরত হারূন আলায়হিস্ সালামের নিকট আসেন আর হযরত হারূন আলায়হিস্ সালামকে ওহী করলেন যেন তিনি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সুতরাং তিনি এক 'মান্‌যিল' সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আর যেই ওহী তাঁর প্রতি হয়েছিলো সে সম্পর্কে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে অবহিত করলেন।

কিছুটা ভয় করবে (৫০)।'

৪৫. তারা দু'জন আরয করলো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপর সীমা লংঘন করবে অথবা অন্যায় আচরণ সহকারে অগ্রসর হবে।'

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿٤٥﴾

৪৬. বললেন, 'ভয় করোনা, আমি তোমাদের সাথে আছি (৫১) শুনছি ও দেখছি (৫২)।

قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَ اَرٰى ﴿٤٦﴾

৪৭. সুতরাং তার নিকট যাও! আর তাকে বলো যে, আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত হই; সুতরাং আমাদের সাথে য়া'কূবের সন্তানদেরকে ছেড়ে দাও (৫৩); এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা (৫৪)। নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি (৫৫) এবং শান্তি তাদেরই প্রতি, যারা হিদায়তের অনুসরণ করে (৫৬)।'

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٤٧﴾

৪৮. 'নিশ্চয় আমাদের প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, শাস্তি তারই জন্য, যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে (৫৭) এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (৫৮)।'

اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٤٨﴾

৪৯. সে বললো, 'তোমরা দু'জনের খোদা কে, হে মূসা?'

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ﴿٤٩﴾

৫০. বললো, 'আমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সেটার উপযোগী আকৃতি প্রদান করেছেন (৫৯) অতঃপর পথ প্রদর্শন

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ﴿٥٠﴾

টীকা-৫০. অর্থাৎ আপনার শিক্ষা ও উপদেশ এ আশা সহকারে হওয়া চাই যেন আপনার জন্য প্রতিদান এবং তার বিরুদ্ধে প্রমাণ আবশ্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর কোন প্রকার ওযর-আপত্তি পেশ করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। বাস্তবিক পক্ষে তা-ই হয়, যা আল্লাহ্ অদৃষ্টে রাখেন।

টীকা-৫১. আপন সাহায্য সহকারে।

টীকা-৫২. তার উক্তি ও কর্ম।

টীকা-৫৩. এবং তাদেরকে দাসত্ব ও বন্দী থেকে মুক্ত করে দাও।

টীকা-৫৪. পরিশ্রমের ও কষ্টদায়ক কাজ নিয়ে

টীকা-৫৫. অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ; যেগুলো আমার নবূয়তের সত্যতার পক্ষে প্রমাণবহ। ফিরআউন বললো, "সেগুলো কি?" তখন তিনি শুভ্রহস্তের মু'জিযা দেখালেন।

টীকা-৫৬. অর্থাৎ উভয় জাহানে তার জন্য নিরাপত্তা রয়েছে। সে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

টীকা-৫৭. আমাদের নবূয়তকে এবং সেসব বিধানকে, যেগুলো আমরা নিয়ে এসেছি।

টীকা-৫৮. আমাদের হিদায়ত থেকে। হযরত মূসা ও হযরত হারূন আলায়হিমাস সালাম ফিরআউনকে এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার পর সে

টীকা-৫৯. হাতকে সেটার উপযোগী করেন, এমনিভাবে যে, কোন বস্তুকে ধরতে পারে, পদদ্বয়কে সেগুলোর উপযুক্ত করেন যেন চলতে পারে, জিহ্বাকে সেটার উপযোগী করেন যাতে বলতে পারে, চক্ষুদ্বয়কে সেগুলোর উপযোগী করেন যাতে দেখতে পায়। আর কর্ণদ্বয়কে এমনি করেন যেন, শুনতে পারে।

টীকা-৬০. এবং সেটা সম্পর্কে পরিচিতি প্রদান করেন যেন পার্থিব জীবন ও পরকালীন সৌভাগ্যের জন্য আল্লাহর প্রদত্ত নি'মাতগুলোকে কাজে লাগানো যায়।

টীকা-৬১. ফিরআউন,

টীকা-৬২. অর্থাৎ যে সব উম্মত (সম্প্রদায়) গত হয়েছে। যেমন– হযরত নূহের সম্প্রদায়, আদ ও সামূদ সম্প্রদায়দ্বয়, যারা প্রতিমাগুলোর পূজা করতো এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করতো। এর জবাবে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম

টীকা-৬৩. অর্থাৎ 'লওহ্-ই-মাহফুয'-এ তাদের সমস্ত অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে। ক্বিয়ামত-দিবসে তাদেরকে সে সব কর্মের প্রতিদান দেয়া হবে।

টীকা-৬৪. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের বাণী তো এখানে সমাপ্ত হয়েছে। এখন আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে সেটা পরিপূর্ণ করেছেন।

টীকা-৬৫. অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের সবুজ গাছপালা, তৃণলতা, শাকসব্জি– বিভিন্ন রং-এর, বিভিন্ন গন্ধের ও বিভিন্ন আকৃতির; কিছু মানুষের জন্য, কিছু জীব জন্তুর জন্য।

টীকা-৬৬. এ নির্দেশ বৈধতা-নির্দেশক ও (আল্লাহর) নি'মাতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য। আমি এসব তরুলতা উৎপন্ন করেছি, তোমাদের জন্য সেগুলো আহার করা ও তোমাদের গবাদি পশু চরানো বৈধ করে।

টীকা-৬৭. তোমাদের আদি পিতামহ হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে তা থেকে সৃষ্টি করে,

টীকা-৬৮. তোমাদের মৃত্যু ও দাফনের সময়,

টীকা-৬৯. ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৭০. অর্থাৎ ফিরআউনকে

টীকা-৭১. অর্থাৎ সর্বমোট ৯টা নিদর্শন, যেগুলো হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে দান করেছিলেন,

টীকা-৭২. এবং এসব নিদর্শনকে 'যাদু' বলেছে এবং সত্যগ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছে।

করেছেন (৬০)।'

৫১. বললো (৬১), 'পূর্ববর্তী যুগের লোকদের অবস্থা কি (৬২)?'

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿٥١﴾

৫২. বললো, 'তাদের জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট একটি কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে (৬৩)। আমার প্রতিপালক না পথভ্রষ্ট হন, না ভুলে যান।

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿٥٢﴾

৫৩. তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা করেছেন এবং তোমাদের জন্য তাতে চলার পথসমূহ করে দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন (৬৪)।' অতঃপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের জোড়া উৎপন্ন করেছি (৬৫)।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾

৫৪. তোমরা আহার করো এবং নিজেদের গবাদি পশু চরাও (৬৬)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ﴿٥٤﴾

রুকূ' – তিন

৫৫. আমি যমীন থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি (৬৭), সেটার মধ্যেই তোমাদেরকে আবার নিয়ে যাবো (৬৮) এবং সেটা থেকে পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো (৬৯)।

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾

৫৬. এবং নিশ্চয় আমি তাকে (৭০) আপন সমস্ত নিদর্শন (৭১) দেখিয়েছি, অতঃপর সে অস্বীকার করেছে এবং অমান্য করেছে (৭২)।

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿٥٦﴾

৫৭. বললো, 'তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছো যে, আমাদেরকে তোমার যাদু দ্বারা আমাদের ভূমি থেকে বের করে দেবে, হে মূসা (৭৩)?'

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٥٧﴾

৫৮. অতঃপর আমরাও অবশ্যই তোমার সামনে অনুরূপ যাদু উপস্থিত করবো (৭৪)।

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ

টীকা-৭৩. অর্থাৎ আমাদেরকে মিশর থেকে বের করে নিজেই এটা দখল করবে এবং বাদশাহ্ হয়ে যাবে?

টীকা-৭৪. এবং যাদু-বিদ্যায় আমাদের ও তোমার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

টীকা-৭৫. এ 'মেলা' দ্বারা ফিরআউন সম্প্রদায়ের 'মেলা' বুঝানো হয়েছে, যা তাদের ঈদ উৎসব ছিলো। তাতে তারা সাজ-সজ্জা করে একত্রিত হতো। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, এ দিবসটা ছিলো 'আশূরা' অর্থাৎ ১০ই মুহর্‌রম। সে বৎসর উক্ত দিনটা শনিবার ছিলো। উক্ত দিনটাকে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম এ জন্যই নির্দ্ধারিত করেছিলেন যে, তা তাদের জন্য চূড়ান্ত জাঁকজমক ও মহত্ব প্রকাশের দিন ছিলো। সেটাকে নির্দ্ধারিত করা তাঁর পূর্ণ সাহসিকতা ও ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ ছিলো। তাছাড়া এরমধ্যে এ হিকমত ছিলো যে, সত্যের প্রকাশ ও অসত্যের লাঞ্ছনার জন্য এমনই সময় বিশেষ উপযোগী। তখন চতুর্দিক থেকে সমস্ত লোক এসে একত্রিত হয়।

সুতরাং আমাদের মধ্যে ও তোমার মধ্যে একটা প্রতিশ্রুতি স্থির করো, যাকে না আমরা ভঙ্গ করবো, না তুমি; (তা হচ্ছে) সমতল ভূমি (-তে জমায়েত হওয়া)।

৫৯. মূসা বললো, 'তোমার প্রতিশ্রুত মেয়াদ হচ্ছে মেলার দিন (৭৫) এবং এ যে, লোকদেরকে পূর্বাহ্নে সমবেত করা হবে (৭৬)।'

৬০. অতঃপর ফিরআউন ফিরে গেলো এবং নিজের চক্রান্তসমূহ একত্রিত করলো (৭৭), আবার আসলো (৭৮)।

৬১. তাদেরকে মূসা বললো, 'তোমাদের ধ্বংস হোক! আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করোনা (৭৯), যাতে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেন এবং নিশ্চয় ব্যর্থ হয়েই রয়েছে যে মিথ্যা রচনা করেছে (৮০)।'

৬২. অতঃপর নিজেদের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধকারী হয়ে গেলো (৮১) এবং গোপনে পরামর্শ করলো।

৬৩. বললো, 'নিশ্চয় এ দু'জন (৮২) অবশ্যই যাদুকর, তারা চায় যে, তোমাদেরকে তোমাদের ভূমি থেকে আপন যাদুর জোরে বের করে দেবে এবং তোমাদের উত্তম দ্বীন নিয়ে যাবে।

৬৪. অতএব, তোমরা তোমাদের চক্রান্তগুলোকে পাকাপোক্ত করে নাও, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও! এবং আজ সফলকাম হবে যে জয়ী হবে।'

৬৫. বললো (৮৩), 'হে মূসা! হয়তো আপনি নিক্ষেপ করুন (৮৪), অথবা আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করবো (৮৫)।'

৬৬. মূসা বললো, 'বরং তোমরা নিক্ষেপ করো (৮৬)!' যখনই তাদের দড়িগুলো ও লাঠিগুলো তাদের যাদুর জোরে তাঁর ধারণায় ছুটাছুটি করছে বলে মনে হলো (৮৭),

فَاجْعَلْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا
أَنتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ
النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٦٠﴾

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ
خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ﴿٦١﴾

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾

قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن
يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَ
يَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴿٦٣﴾
فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ
أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ﴿٦٤﴾

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن
نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾

قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَ
عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ
أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

টীকা-৭৬. যাতে আলোকরশ্মি খুবই প্রসারিত হয়। আর দর্শকরা ভালভাবে দেখতে পাবে। সবকিছু পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হবে,

টীকা-৭৭. বহু সংখ্যক যাদুকরকে সমবেত করলো।

টীকা-৭৮. প্রতিশ্রুত দিবসে তাদের সবাইকে নিয়ে-

টীকা-৭৯. কাউকে তাঁর শরীক করে,

টীকা-৮০. আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে।

টীকা-৮১. অর্থাৎ যাদুকরগণ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উক্ত বাণী শুনে পরস্পর মতবিরোধকারী হয়ে গেলো। কেউ কেউ বলতে লাগলো, "ইনিও আমাদের মতো যাদুকর।" কেউ কেউ বললো, "এসব বাণী যাদুকরের নয়। তিনি তো আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবনে নিষেধ করছেন।"

টীকা-৮২. অর্থাৎ হযরত মূসা ও হযরত হারূন

টীকা-৮৩. যাদুকরগণ,

টীকা-৮৪. প্রথমে আপন 'লাঠি'

টীকা-৮৫. নিজেদের যাদুক্রিয়া আরম্ভ করার ব্যাপারকে যাদুকররা আদব-রক্ষার্থে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের বরকতময় মতামতের উপর ছেড়ে দিলো। এরই বরকতে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের মহাসম্পদ দ্বারা ধন্য করলেন।

টীকা-৮৬. একথা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম এ জন্য বলেছিলেন যে, যা কিছু যাদুর কৌশল রয়েছে সবই প্রথমে প্রকাশ করা হোক। অতঃপর তিনি আপন মু'জিযা দেখাবেন আর সত্য বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, মু'জিযা যাদুকে বাতিল করে দেবে। অতঃপর দর্শকগণ অন্তরদৃষ্টি যাচাই শক্তি দ্বারা উপদেশ লাভ করবে। সুতরাং যাদুকরগণ দড়ি ও লাঠিসমূহ ইত্যাদি যেসব সামগ্রী এনেছিলো সবই নিক্ষেপ করলো এবং মানুষের দৃষ্টিশক্তি বন্ধ করে দিলো,

টীকা-৮৭. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দেখলেন, ভূমি সাপে ভরে গেছে, এবং মেলার ময়দানে সাপই সাপ ছুটাছুটি করছিলো। আর

দর্শকগণও উক্ত যাদুর মিথ্যা দৃষ্টিবন্দী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেলো। কখনো এমন না হয় যে, কিছু মু'জিযা দেখার পূর্বেই তারা এ যাদুর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে এবং মু'জিযা দেখবে না।

টীকা-৮৮. অর্থাৎ নিজ লাঠি

টীকা-৮৯. অতঃপর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত্ তাস্লীমাত আপন লাঠি নিক্ষেপ করলেন। সেটা যাদুকরদের সমস্ত অজগর ও অন্যান্য সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেললো। আর লোকেরা সেটার ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়লো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সেটাকে আপন হাতে উঠিয়ে নিলেন। তখনই তা পূর্বের ন্যায় লাঠিতে পরিণত হয়ে গেলো। এটা দেখে যাদুকরগণ বিশ্বাস করলো যে, এটা মু'জিযা, যার সাথে যাদু বিদ্যা মুকাবিলা করতে পারে না এবং যাদুর প্রতারণারূপী কৌশল এর সম্মুখে টিকে থাকতে পারে না।

টীকা-৯০. আল্লাহ্রই পবিত্রতা! কি অদ্ভূত ব্যাপার! যেসব লোক এখনই কুফর ও অস্বীকারের জন্য (যাদুর) রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করেছে, এক্ষুণি মু'জিযা দেখে তারাই কৃতজ্ঞতা ও সাজদা করার নিমিত্ত শির অবনত করেছে ও আপন ঘাড় পেতে দিয়েছে। বর্ণিত আছে যে, ঐ সাজদায় তাদেরকে জান্নাত ও দোযখ দেখানো হয়েছে, আর তারা জান্নাতে তাদের অবস্থানস্থলগুলো দেখে নিয়েছিলো।

টীকা-৯১. অর্থাৎ যাদু বিদ্যায় সে সুদক্ষ ওস্তাদ এবং তার মর্যাদা তোমাদের সবারই উপরে। (আল্লাহ্রই আশ্রয়!)

টীকা-৯২. অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা,

টীকা-৯৩. এ উক্তিতে অভিশপ্ত ফির্‌আউনের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 'তার শাস্তিই কঠিনতর, না সমগ্র জাহানের প্রতিপালক (আল্লাহ্)-এর?' ফির্‌আউনের এ অহংকারীসুলভ উক্তি শুনে ঐ যাদুকরগণ

টীকা-৯৪. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের শুভ্র হস্ত ও লাঠি। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, তাদের যুক্তি এ ছিলো যে, 'যদি তুমি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর মু'জিযাকেও 'যাদু' বলো তাহলে বলো ঐসব রশি ও লাঠিগুলো কোথায় অদৃশ্য হলো?' কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেন যে, 'স্পষ্ট প্রমাণাদি' দ্বারা 'জান্নাত এবং সেখানে নিজেদের স্থানসমূহ, প্রত্যক্ষ করা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৯৫. তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই।

টীকা-৯৬. সামনে তো তোমার কোন অবকাশ নেই। আর পৃথিবী হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং এখানকার সবকিছু ধ্বংসশীল। তুমি দয়াপরবশ হলেও তুমি স্থায়িত্ব প্রদানে অক্ষম। অতঃপর পার্থিব জীবন এবং সেটার আরাম-আয়েশ দূরীভূত হলেও তাতে দুঃখ কিসের? বিশেষ করে, যে এ কথা জানে যে, পরকালে পার্থিব

فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾

৬৭. তখন মূসা আপন অন্তরে ভয় অনুভব করলো।

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾

৬৮. আমি বললাম, 'ভয় করোনা, নিশ্চয় তুমিই জয়ী।

وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾

৬৯. এবং নিক্ষেপ করো যা তোমার ডান হাতে রয়েছে (৮৮) এবং (তা) তাদের কৃত্রিম বস্তুগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা কিছু তৈরী করে এনেছে তা তো যাদুর প্রতারণা। যাদুকরের মঙ্গল হয়না যেখানেই আসুক (৮৯)।'

فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾

৭০. অতঃপর সমস্ত যাদুকরকে সাজ্‌দাবনত করানো হলো, তারা বললো, 'আমরা তাঁরই উপর ঈমান আন্‌লাম, যিনি হারূন ও মূসার প্রতিপালক (৯০)।'

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۭ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۡ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾

৭১. ফির্‌আউন বললো, 'তোমরা কি তার উপর ঈমান এনেছো এর পূর্বেই যে, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দিই? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের সবাইকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে (৯১)। সুতরাং আমি শপথ করছি, অবশ্যই আমি তোমাদের এক পার্শ্বের হাত ও অপর পার্শ্বের পা কর্তন করবোই (৯২) এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর শূলবিদ্ধ করবোই এবং নিশ্চয় তোমরা জেনে যাবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী (৯৩)।'

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۭ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾

৭২. তারা বললো, 'আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দেবো না এসব স্পষ্ট প্রমাণাদির উপর, যেগুলো আমাদের নিকট এসেছে (৯৪), আমাদের সৃষ্টিকর্তার নামে আমাদের শপথ! সুতরাং তুমি করো যা তোমার করার আছে (৯৫)। তুমি এ পার্থিব জীবনেই তো করবে (৯৬)!

إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَٰيَٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴿٧٣﴾

৭৩. নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং ঐ যাদু যা করার জন্য তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছো (৯৭)। এবং আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ (৯৮) এবং সর্বাধিক স্থায়ী (৯৯)।'

إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾

৭৪. নিশ্চয় যে আপন প্রতিপালকের নিকট অপরাধী (১০০) হয়ে উপস্থিত হয় অবশ্যই তার জন্য জাহান্নাম রয়েছে, যেখানে সে না মরবে (১০১), না বাঁচবে (১০২)।

وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾

৭৫. এবং যে তাঁর নিকট ঈমান সহকারে উপস্থিত হয়- এমতাবস্থায় যে, সে সৎকর্ম করেছে (১০৩), তবে তাদেরই মর্যাদা সমুচ্চ-

جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾

৭৬. বসবাসের বাগান, যেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সর্বদা সেগুলোর মধ্যে থাকবে; এবং এটা পুরস্কার তারই জন্য, যে পবিত্র হয়েছে (১০৪)।

রুকূ' – চার

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾

৭৭. এবং নিশ্চয় আমি মূসার প্রতি ওহী করেছি (১০৫), 'আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি নিয়ে চলো (১০৬) এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুষ্ক রাস্তা বের করে দাও (১০৭)। তোমার এ ভয় থাকবে না যে, ফির্‌আউন এসে পড়বে এবং না ভীতি (১০৮)।'

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾

৭৮. অতঃপর ফির্‌আউন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো আপন সৈন্য বাহিনী নিয়ে (১০৯), অতঃপর তাদেরকে সমুদ্র গ্রাস করে নিলো যেমনিভাবে গ্রাস করার ছিলো (১১০)।

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾

৭৯. এবং ফির্‌আউন আপন সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সৎপথ দেখায়নি (১১১)।

কর্মসমূহের প্রতিদান পাওয়া যাবে। (তার তো দুঃখই নেই।)

টীকা-৯৭. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মুকাবিলায়। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, ফির্‌আউন যখন যাদুকরদেরকে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সাথে মুকাবিলার জন্য আহ্বান করলো, তখন যাদুকররা ফির্‌আউনকে বললো, "আমরা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে শায়িত অবস্থায় দেখতে চাই।" সুতরাং সেটার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হলো। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে এমন সুযোগও দেয়া হলো। তারা দেখলো হযরত (মূসা আলায়হিস্ সালাম) নিদ্রারত আছেন আর তাঁর লাঠি শরীফটা তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। এটা দেখে যাদুকরগণ ফির্‌আউনকে বললো, "মূসা যাদুকর নন। কেননা, যাদুকর যখন নিদ্রাভিভূত হয় তখন তার যাদু বিদ্যা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।" কিন্তু ফির্‌আউন তাদেরকে যাদু করার জন্য বাধ্য করলো। তারা এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হলো।

টীকা-৯৮. অনুগতদেরকে পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে

টীকা-৯৯. শাস্তি প্রদান অনুসারে অবাধ্যদের উপর।

টীকা-১০০. অর্থাৎ কাফির, যেমন ফির্‌আউন,

টীকা-১০১. যাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে,

টীকা-১০২. এমন বাঁচা, যা দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হতে পারে।

টীকা-১০৩. অর্থাৎ যাদের ঈমানের উপর জীবনের অবসান হয়েছে, তারা আপন জীবনে সৎকাজ করেছে এবং 'ফরয' ও 'নফলসমূহ' পালন করেছে,

টীকা-১০৪. কুফরের অপবিত্রতা ও পাপাচারসমূহের আবর্জনাসমূহ থেকে।

টীকা-১০৫. যখন ফির্‌আউন মু'জিযাসমূহ দেখে সৎপথে আসলোনা এবং উপদেশ গ্রহণ করলোনা আর বনী ইস্রাঈলের প্রতি যুলুম-অত্যাচারের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করলো

টীকা-১০৬. মিশর থেকে; আর যখন সমুদ্রের তীরে পৌঁছে এবং ফির্‌আউনের সৈন্যদল পেছনে এসে পড়ে তখন ভয় করোনা।

টীকা-১০৭. আপন লাঠি নিক্ষেপ করে।

টীকা-১০৮. সমুদ্রে নিমজ্জিত হবার। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশ পেয়ে রাত্রির প্রথম ভাগে সত্তর হাজার বনী ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে মিশর থেকে রওনা হলেন।

টীকা-১০৯. যাদের মধ্যে ছয় লক্ষ 'ক্বিবতী' ছিলো,

টীকা-১১০. তারা নিমজ্জিত হয়ে গেলো এবং পানি তাদের মাথা অপেক্ষা উঁচু হয়েছিলো।

টীকা-১১১. এরপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অন্যান্য অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেন এবং এরশাদ করেন–

টীকা-১১২. অর্থাৎ ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়

টীকা-১১৩. এরই যে, আমি মূসা আলায়হিস্ সালামকে সেখানে তাওরীত দান করবো, যা অনুসারে আমল করা হবে।

টীকা-১১৪. 'তীহ্' নামক ময়দানে এবং বলেন–

টীকা-১১৫. অকৃতজ্ঞ হয়ে ও নি'মাতের শোকর আদায় না করে এবং সেসব অনুগ্রহকে পাপাচার ও গুনাহ্‌র কাজে ব্যয় করে কিংবা একে অপরের প্রতি অত্যাচার করে।

يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ قَدۡ أَنجَيۡنَٰكُم مِّنۡ عَدُوِّكُمۡ وَوَٰعَدۡنَٰكُمۡ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلۡأَيۡمَنَ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَنَّ وَٱلسَّلۡوَىٰ ۝٨٠

৮০. হে বনী ইস্রাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু (১১২) থেকে উদ্ধার করেছি, তোমাদেরকে 'তূর' পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি (১১৩) এবং তোমাদের প্রতি 'মান্ন' ও 'সাল্‌ওয়া' অবতীর্ণ করেছি (১১৪)।

كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَلَا تَطۡغَوۡاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبِيۖ وَمَن يَحۡلِلۡ عَلَيۡهِ غَضَبِي فَقَدۡ هَوَىٰ ۝٨١

৮১. আহার করো যেসব পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিয়েছি এবং তাতে সীমা লংঘন করোনা (১১৫)! ফলে, তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবতীর্ণ হবে; এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবতীর্ণ হয়েছে, নিঃসন্দেহে সে পতিত হয়েছে (১১৬)।

وَإِنِّي لَغَفَّارٞ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ۝٨٢

৮২. এবং নিঃসন্দেহে আমি খুবই ক্ষমাকারী হই তাকে, যে তাওবা করেছে (১১৭) ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে অতঃপর সৎপথের উপর (অবিচলিত) রয়েছে (১১৮)।

وَمَآ أَعۡجَلَكَ عَن قَوۡمِكَ يَٰمُوسَىٰ ۝٨٣

৮৩. এবং তুমি আপন সম্প্রদায় থেকে কেন ত্বরা করলে, হে মূসা (১১৯)?

قَالَ هُمۡ أُوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَجِلۡتُ إِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضَىٰ ۝٨٤

৮৪. আরয করলো, 'তারা এইতো, আমার পেছনে; এবং হে আমার প্রতিপালক! তোমার প্রতি আমি ত্বরা করে হাযির হয়েছি, যাতে তুমি রাজি হও (১২০)।'

قَالَ فَإِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۢ بَعۡدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۝٨٥

৮৫. বললেন, 'সুতরাং আমি তোমার চলে আসার পর তোমার সম্প্রদায়কে (১২১) পরীক্ষায় ফেলেছি; এবং তাদেরকে সামেরী পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে (১২২)।'

فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ غَضۡبَٰنَ أَسِفٗاۚ قَالَ

৮৬. অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের প্রতি ফিরে গেলো (১২৩) ক্রোধে ভরা অনুতাপ করতে করতে (১২৪); বললো, 'হে আমার

টীকা-১১৬. জাহান্নামে; এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-১১৭. শির্ক থেকে

টীকা-১১৮. শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত।

টীকা-১১৯. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম যখন আপন সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোককে নির্বাচিত করে তাওরীত আনার জন্য 'তূর' পর্বতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলার আগ্রহে আগে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাদেরকে পেছনে রেখে গেলেন, আর বলেছিলেন, "আমার পেছনে পেছনে চলে এসো!" এর উপর আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমান– وَمَآ أَعۡجَلَكَ (তুমি কি কারণে ত্বরা করলে?) তখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম

টীকা-১২০. অর্থাৎ আপনার সন্তুষ্টি আরো অধিক লাভ হয়।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা 'ইজ্‌তিহাদ' করার বৈধতা প্রমাণিত হলো। (মাদারিক)

টীকা-১২১. যাদেরকে তিনি হযরত হারূন আলায়হিস্ সালামের সাথে রেখে গিয়েছিলেন

টীকা-১২২. গরু-বাছুর পূজা করার প্রতি আহ্বান করে।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াতে (اضلال) 'পথভ্রষ্ট করা' ক্রিয়াটার সম্বন্ধ সামেরীর প্রতি করা হয়েছে। কেননা, সেই এটার কারণ হয়েছিলো। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, কোন বস্তুকে তার কারণের প্রতি সম্পর্কিত করাও বৈধ। এভাবে বলা যাবে যে, 'মাতা-পিতা প্রতিপালন করেছেন, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ হিদায়ত করেছেন, ওলীগণ চাহিদা পূরণ করেছেন ও বুযর্গগণ বিপদ দূরীভূত করেছেন।' তাফসীরকারকগণ বলেন যে, কার্যাদিকে বাহ্যিকভাবে উৎস ও কারণের প্রতি সম্বন্ধিত করা যায়, যদিও বাস্তবিক পক্ষে সেগুলোর স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলাই। আর ক্বোরআন করীমে এ ধরণের সম্বন্ধ বহু স্থানে করা হয়েছে (খাযিন)।

টীকা-১২৩. চল্লিশ দিন পূর্ণ করে তাওরীত নিয়ে

টীকা-১২৪. তাদের অবস্থার উপর;

টীকা-১২৫. যে, তিনি তোমাদেরকে তাওরীত দান করবেন, যার মধ্যে হিদায়ত রয়েছে, নূর রয়েছে ও এক হাজার সূরা রয়েছে, প্রত্যেক সূরার মধ্যে হাজার আয়াত রয়েছে?

টীকা-১২৬. এবং এমন ত্রুটিপূর্ণ কাজ করলে যে, গো-বৎসকে পূজা করতে আরম্ভ করলে? তোমাদের অঙ্গীকারতো আমার সাথে এ ছিলো যে, 'তোমরা আমার নির্দেশ মান্য করবে, এবং আমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।'

يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۬ؕ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ ﴿٨٦﴾

সম্প্রদায়! তোমাদেরকে কি তোমাদের প্রতিপালক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নি (১২৫)? তবে কি তোমাদের উপর প্রতিশ্রুতকাল সুদীর্ঘ হয়ে অতিবাহিত হয়েছে, না তোমরা চেয়েছিলে যে, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ আপতিত হোক, যে কারণে তোমরা আমার (প্রতি প্রদত্ত) অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে (১২৬)?'

قَالُوْا مَاۤ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَاۤ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾

৮৭. তারা বললো, 'আমরা আপনার অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; তবে, আমাদের উপর কিছু বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এ সম্প্রদায়ের গয়নার (১২৭); তখন আমরা সেগুলো (১২৮) নিক্ষেপ করেছি; অতঃপর অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করলো (১২৯);

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَاۤ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۬ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

৮৮. অতঃপর সে তাদের জন্য একটি গরু বাছুর গড়ে আনলো, প্রাণহীন দেহ, গাভীর মতো ডাকতো (১৩০); অতঃপর বললো (১৩১), 'এটাই হচ্ছে তোমাদের উপাস্য এবং মূসার উপাস্য; মূসাতো ভুলে গেছে (১৩২)।'

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۬ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

৮৯. তবে কি তারা দেখছেনা যে, তা (১৩৩) তাদেরকে কোন কথার জবাব দিচ্ছে না এবং তাদের কোন ভাল-মন্দের ক্ষমতাও রাখেনা (১৩৪)?

রুকূ' - পাঁচ

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْۤا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾

৯০. এবং নিশ্চয় তাদেরকে হারূন ইতোপূর্বে বলেছিলো, 'হে আমার সম্প্রদায়! এমনি যে, তোমরা এর কারণে পরীক্ষায় পড়েছো (১৩৫)! এবং নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক 'রাহমান' (পরম দয়াময়)। সুতরাং আমার অনুসরণ করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।'

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى

৯১. (তারা) বললো, 'আমরা তো এর উপর আসন পেতে জমে থাকবো (১৩৬) যতক্ষণ

টীকা-১২৭. অর্থাৎ ফিরআউন-সম্প্রদায়ের অলংকারাদির; যেগুলো বনী-ইস্রাঈল সেসব লোক থেকে ধার হিসেবে চেয়ে নিয়েছিলো।

টীকা-১২৮. সামেরীর নির্দেশে আগুনে

টীকা-১২৯. সেসব অলংকারকে, যেগুলো তার নিকট ছিলো এবং ঐ মাটিকে, যা হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামের ঘোড়ার পায়ের নীচে থেকে সে সংগ্রহ করেছিলো।

টীকা-১৩০. এ গো-বৎস সামেরী নির্মাণ করেছিলো, আর সেটার দেহে কিছু সংখ্যক ছিদ্র এভাবে রেখেছিলো যে, যখন সেগুলো দিয়ে বাতাস প্রবেশ করতো তখন তা থেকে গো-বৎসের ডাকের ন্যায় শব্দ সৃষ্টি হতো।

এক অভিমত এও রয়েছে যে, তা জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামের ঘোড়ার পায়ের নীচের মাটি রাখার কারণে জীবিত হয়ে গো-বৎসের ন্যায় আওয়াজ করতো।

টীকা-১৩১. সামেরী ও তার অনুসারীগণ,

টীকা-১৩২. অর্থাৎ মূসা উপাস্যের কথা ভুলে গেছেন এবং সেটাকে এখানে ছেড়ে সেটার তালাশে 'তূর' পর্বতে চলে গেছেন (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!)।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, আয়াতে ( ) 'ভুলে গেছে' ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছে 'সামেরী'। আর অর্থ এই যে, সামেরী, যে গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গড়েছে, সে আপন প্রতিপালককে ভুলে গেছে; অথবা সে 'ক্ষণস্থায়ী শরীর' থেকে প্রমাণ গ্রহণের কথা ভুলে গেছে।

টীকা-১৩৩. গো-বৎস

টীকা-১৩৪. সম্বোধন করতে বা জবাব দিতে অক্ষম এবং উপকার বা ক্ষতি করতেও (অপরাগ); সেটা কীভাবে উপাস্য হতে পারে?

টীকা-১৩৫. সুতরাং সেটার পূজা করোনা!

টীকা-১৩৬. গো-বৎস পূজা করার উপর অটল থাকবো এবং তোমার কথা মানবো না।

টীকা-১৩৭. এর ফলে, হযরত হারূন আলায়হিস্ সালাম তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং তাঁর সাথে বার হাজার এমন লোকও ছিলো, যারা গো-বৎসের পূজা করেনি। যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ফিরে আসলেন, তখন তিনি তাদের শোরগোল ও বাদ্য-বাজনার শব্দ শুনতে পেলেন; যারা গো-বৎসের চতুর্পার্শ্বে নৃত্য করছিলো। তিনি তখন তাঁর সত্তর জন সঙ্গীকে বললেন, "এতো ফিত্‌নার শব্দ!" যখন নিকটে পৌঁছলেন এবং হযরত হারূন আলায়হিস্ সালামকে দেখলেন তখন তাঁর ধর্মীয় জয্‌বা থেকে সৃষ্ট রাগ, যা তাঁর পবিত্র স্বভাবই ছিলো, জোশের মধ্যে এসে তাঁর মাথার চুল ডান হাতে এবং দাড়ি বাম হাতে ধরলেন এবং

يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾

পর্যন্ত আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসেন (১৩৭)।'

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾

৯২. মূসা বললো, 'হে হারূন! তোমাকে কোন্ বিবর নিবৃত্ত রেখেছিলো যখন তুমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখেছিলে?

اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾

৯৩. যে, আমার পশ্চাদানুসরণ করতে (১৩৮)! তবে কি তুমি আমার নির্দেশ মানলে না?'

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾

৯৪. বললো, 'হে আমার সহোদর! না আমার দাড়ি ধরো, না আমার মাথার চুল! আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, 'তুমি বনী ইস্রাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো ও তুমি আমার বাক্যের অপেক্ষা করলে না (১৩৯)।'

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾

৯৫. মূসা বললো, 'এখন তোমার কি অবস্থা, হে সামেরী (১৪০)!'

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾

৯৬. সে বললো, 'আমি তাই দেখেছিলাম যা লোকেরা দেখেনি (১৪১); অতঃপর আমি এক মুষ্টি ভরে নিলাম ফিরিশ্‌তার পদচিহ্ন থেকে। অতঃপর তা নিক্ষেপ করলাম (১৪২) এবং আমার মনে এটাই ভাল লেগেছে (১৪৩)।'

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۠ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۭ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

৯৭. বললো, 'দূর হও (১৪৪)! পার্থিব জীবনে তোমার শাস্তি এই যে (১৪৫), তুমি বলবে, 'স্পর্শ করে যেও না (১৪৬)!' এবং নিঃসন্দেহে তোমার জন্য একটা প্রতিশ্রুত কাল রয়েছে (১৪৭), তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না; আর তোমার ঐ উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য করো, যার সামনে তুমি দিনভর আসন পেতে বসেছিলে (১৪৮)। শপথ রইলো যে, অবশ্যই আমরা সেটাকে জ্বালিয়ে দেবো, অতঃপর টুকরো টুকরো

টীকা-১৩৮. এবং আমাকে খবর দিতে; অর্থাৎ যখন তারা তোমার কথা অমান্য করেছিলো, তখন তুমি আমার সাথে কেন সাক্ষাৎ করলে না? তোমার তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াও তাদের প্রতি একটা তিরস্কার হতো।

টীকা-১৩৯. এ কথা শুনে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সামেরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সুতরাং

টীকা-১৪০. তুমি কেন এমন করেছো? তার কারণ ব্যক্ত করো!

টীকা-১৪১. অর্থাৎ আমি হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামকে দেখেছি এবং তাঁকে চিনে ফেলেছি। তিনি জীবন প্রদানকারী ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন। আমার অন্তরে এ কথা জাগলো যে, 'আমি তাঁর ঘোড়ার পদচিহ্নের মাটি সংগ্রহ করে রেখে দেবো।'

টীকা-১৪২. ঐ গো-বৎসের মধ্যে, যা গড়েছিলাম

টীকা-১৪৩. এবং এ কাজটা আমি আমার মনের কুপ্রবৃত্তি থেকেই করেছি; অন্য কেউ তাতে উৎসাহ বা মদদ যোগায়নি। এ কথা শুনে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম

টীকা-১৪৪. 'দূর হয়ে যা!'

টীকা-১৪৫. যখন তোমার সাথে এমন কেউ সাক্ষাৎ করতে চাইবে, যে তোমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়, তখন তাকে

টীকা-১৪৬. অর্থাৎ সবার থেকে পৃথক থাকবে, কেউ তোমাকে স্পর্শ করবে না, না তুমি কাউকে স্পর্শ করবে। লোকজনের সাথে মেলামেশা করা তার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। আর সাক্ষাৎ, কথোপকথন, ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যেকের সাথেই হারাম করে দেয়া হলো। আর যদি ঘটনাচক্রে কেউ তাকে স্পর্শ করতো, তবে সে এবং ঐ স্পর্শকারী উভয়ই কঠিন জ্বরে ভোগতো। সে জঙ্গলে একথা চিৎকার করে বলে ঘুরে বেড়াতো- 'কেউ যেন আমাকে ছুঁয়ে না যাও!' আর বন্য ও হিংস্র পশুর মধ্যে তার অবশিষ্ট জীবনের দিনগুলো অতি তিক্ততা ও ভয়-ভীতির মধ্যে অতিবাহিত করছিলো।

টীকা-১৪৭. অর্থাৎ শাস্তির প্রতিশ্রুতির; এ পার্থিব শাস্তির পর পরকালে; তোমার শির্ক ও বিপর্যয় সৃষ্টির কারণে।

টীকা-১৪৮. এবং সেটার উপাসনার উপর স্থির ছিলে।

টীকা-১৪৯. সুতরাং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম অনুরূপই করেছিলেন। আর যখন তিনি সামেরীর উক্ত ফ্যাসাদকে নির্মূল করলেন, তখন বনী-ইস্রাঈলকে সম্বোধন করে সত্য-দ্বীনের বিশদ বর্ণনা দিলেন এবং এরশাদ করলেন-

করে সাগরে ভাসিয়ে দেবো (১৪৯)।

إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

৯৮. তোমাদের মা'বূদ তো ঐ আল্লাহ্ই, যিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই। প্রত্যেক কিছুকেই তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টনকারী।

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

৯৯. আমি এভাবেই আপনার সামনে পূর্বেকার সংবাদসমূহ বর্ণনা করি; এবং আমি আপনাকে আমার নিকট থেকে একটা উপদেশ দান করেছি (১৫০)।

مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

১০০. যে তা থেকে বিমুখ হয় (১৫১), অতঃপর নিঃসন্দেহে সে ক্বিয়ামত-দিবসে একটি বোঝা বহন করবে (১৫২)।

خَٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾

১০১. তা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে (১৫৩) এবং তা ক্বিয়ামত-দিবসে তাদের জন্য কতই মন্দ বোঝা হবে!

يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

১০২. যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে (১৫৪) এবং আমি সেদিন অপরাধীদেরকে (১৫৫) উঠাবো তাদের চক্ষুদ্বয় নীলাভ অবস্থায় (১৫৬)।

يَتَخَٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. তারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে, 'তোমরা পৃথিবীতে ছিলেনা, কিন্তু দশটা রাত মাত্র (১৫৭)।'

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. আমি খুব ভালভাবে জানি যা তারা (১৫৮) বলবে যখন তাদের মধ্যে সর্বাধিক ন্যায় বিচারিক ব্যক্তি বলবে, 'তোমরা শুধু একদিন অবস্থান করেছিলে (১৫৯)।'

রুকূ' - ছয়

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. এবং তারা আপনাকে পর্বতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে (১৬০)। আপনি বলুন, 'আমার প্রতিপালক সেগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে উড়িয়ে দেবেন;

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. অতঃপর যমীনকে (এমনই) সমতল ভূমিতে পরিণত করে ছাড়বেন

لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. যে, তুমি তাতে উঁচু-নীচু কিছুই দেখতে পাবে না।'

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ

১০৮. সেদিন (তারা) আহ্বানকারীর পেছনে দৌড়াবে (১৬১), তার মধ্যে বক্রতা থাকবে না

টীকা-১৫০. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক। তা হচ্ছে এক মহা উপদেশ। যে-ই সেটার প্রতি মনোনিবেশ করে তার জন্য এ সম্মানিত কিতাবে মুক্তি এবং বরকত-সমূহ রয়েছে। আর এ পবিত্র কিতাবে পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর এমন অবস্থাসমূহের উল্লেখ ও বর্ণনা রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা ও উপদেশ লাভ করার উপযোগী।

টীকা-১৫১. অর্থাৎ ক্বোরআন থেকে; এবং সেটার প্রতি ঈমান না আনে এবং সেটার পথ-নির্দেশনা থেকে উপকারগ্রহণ না করে।

টীকা-১৫২. পাপরাশির ভারী বোঝা।

টীকা-১৫৩. অর্থাৎ ঐ পাপের শাস্তির মধ্যে

টীকা-১৫৪. লোকদেরকে হাশর-ময়দানে হাযির করার জন্য। এটা দ্বারা 'দ্বিতীয় ফুৎকার'-এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৫৫. অর্থাৎ কাফিরদেরকে এমতাবস্থায়

টীকা-১৫৬. এবং চেহারার রং হবে কালো।

টীকা-১৫৭. পরকালের অবস্থাদি ও সেখানকার ভয়ংকর গম্য স্থানসমূহ দেখে পার্থিব জীবনকালকে তাদের নিকট অতি অল্প মনে হবে।

টীকা-১৫৮. পরস্পর পরস্পরের সাথে

টীকা-১৫৯. কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, "তারা সেদিনের সংকটময় অবস্থাদি দেখে তাদের পৃথিবীতে অবস্থানের পরিমাণ ভুলে যাবে।"

টীকা-১৬০. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন যে, 'সাক্বীফ' গোত্রের একজন লোক রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, "ক্বিয়ামত দিবসে পর্বতগুলোর অবস্থা কী হবে?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৬১. যে তাদেরকে ক্বিয়ামত-দিবসে 'অবস্থানের' দিকে আহ্বান করবে এবং বলবে- "চলো পরম দয়াময়ের দরবারে উপস্থিত হবার জন্য!" এই আহ্বানকারী হবেন হযরত ইস্রাফীল (আলায়হিস্ সালাম)।

টীকা-১৬২. এবং এ আহ্বানকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না

টীকা-১৬৩. আতঙ্ক ও মহত্ত্বের কারণে

টীকা-১৬৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, "এমনই যে, তাতে শুধু ওষ্ঠের নড়াচড়া থাকবে।"

টীকা-১৬৫. সুপারিশ করার

টীকা-১৬৬. অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতের সবকিছু এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত বিষয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান বান্দাদের সত্তা ও গুণাবলী এবং সমস্ত অবস্থাব্যাপী রয়েছে।

টীকা-১৬৭. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি জগতের জ্ঞান আল্লাহ্র সত্তাকে আয়ত্ব করতে পারেনা। তাঁর সত্তাকে বোধ শক্তির আয়ত্বে আনা সৃষ্টির জ্ঞানের আয়ত্বের বহু উর্ধ্বে। শুধু তাঁর নামসমূহ, গুণাবলী ও তাঁর কুদ্রতের ক্রিয়াদি এবং তাঁর কর্ম-কৌশলের ধারা থেকে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। কবি বলেন-

کجا دریابد اوراعقل چالاک ÷ کہ او بالاتراست از حدادراک ÷
نظرکن اندر اسمار وصفاتش ÷ کہ واقف نیست کس از کنہ ذاتش ÷

অর্থাৎ ১) কোথায় পাবে তাঁকে সতেজ বোধশক্তি? কারণ, তিনি তো মানুষের আয়ত্বের সীমার অনেক উর্ধ্বে।

২) তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীর মধ্যে তুমি গভীর চিন্তা করো! তাঁর সত্তার হাক্বীকৃত সম্পর্কে কেউ অবগত নয়।

কোন কোন তাফসীরকারক এ আয়াতের অর্থ এটা বর্ণনা করেছেন, "সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানসমূহকে আয়ত্ব করতে পারেনা।"

বাহ্যতঃ এ বর্ণনাভঙ্গী দু'ধরণের; কিন্তু পরিণামের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী এ কথা সহজে বুঝে নিতে পারে যে, পার্থক্য শুধু বর্ণনাভঙ্গীরই।

টীকা-১৬৮. এবং প্রত্যেকে বিনয় ও মুখাপেক্ষিতা সহকারে হাযির হবে; কারো মধ্যে অবাধ্যতা থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও ক্ষমতার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

টীকা-১৬৯. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "যে শির্ক করেছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রয়েছে এবং নিশ্চয় শির্ক জঘন্যতম যুলুম। আর যে এ যুলুমের বোঝা বহন করে ক্বিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে, সে অপেক্ষা বড় ব্যর্থ ব্যক্তি আর কে হতে পারে?"

টীকা-১৭০. মাস্আলাঃ এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আনুগত্য ও সৎকার্যাদি- সব কিছুর গ্রহণযোগ্যতা ঈমানের সাথেই শর্তযুক্ত। ঈমান থাকলে সৎকর্ম উপকারে আসবে; কিন্তু যদি ঈমান না থাকে তবে সবই বেকার।

টীকা-১৭১. ফরযসমূহ বর্জন করা ও নিষিদ্ধ কার্যাদি সম্পাদন করার পরিণাম স্বরূপ,

টীকা-১৭২. যায় ফলে তাদের মনে সৎ কর্মসমূহের প্রতি আগ্রহ ও অসৎ কার্যাদির প্রতি ঘৃণা জন্মে এবং তারা উপদেশ অর্জন করবে।

টীকা-১৭৩. যিনি প্রকৃত মালিক হন এবং সমস্ত বাদশাহ্ তাঁরই মুখাপেক্ষী,

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

(১৬২) এবং সকল শব্দ পরম দয়াময়ের সামনে (১৬৩) স্তব্ধ হয়ে থেকে যাবে; সুতরাং তুমি শুনতে পাবে না, কিন্তু অত্যন্ত মৃদু শব্দ (১৬৪)।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. সেদিন কারো সুপারিশ কাজে আসবে না কিন্তু তাঁরই, যাকে পরম দয়াময় (১৬৫) অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন এবং যাঁর কথা পছন্দ করেছেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

১১০. এবং তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে রয়েছে এবং যা কিছু তাদের পশ্চাতে আছে (১৬৬) এবং তাদের জ্ঞান তাঁকে পরিবেষ্টিত করতে পারেনা (১৬৭)।

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

১১১. এবং সকল মুখ ঝুঁকে পড়বে ঐ চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী- বিশ্বের যথার্থ ব্যবস্থাপকের সম্মুখে (১৬৮) এবং নিশ্চয় ব্যর্থ হয়ে থাকবে যে যুলুমের ভার বহন করবে (১৬৯)।

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

১১২. এবং যে কিছু সৎকর্ম করে এবং মুসলমান হয়, তবে তার না অবিচারের ভয় থাকবে, না ক্ষতির (১৭০)।

وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

১১৩. এবং এভাবেই আমি সেটাকে আরবী ক্বোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তাতে বিভিন্নভাবে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছি (১৭১), যাতে তারা ভয় করে কিংবা তাদের অন্তরে কিছু চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টি করে (১৭২)।

فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ

১১৪. অতঃপর সর্বাধিক মহান হন আল্লাহ্, সত্য বাদশাহ্ (১৭৩), এবং ক্বোরআনে ত্বরা

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওহী আপনার প্রতি সম্পূর্ণ না হয় (১৭৪) এবং আরয করুন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান বেশী দাও।'

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

১১৫. এবং নিশ্চয় আমি আদমকে এর পূর্বে একটা তাকীদ সহকারে নির্দেশ দিয়েছিলাম (১৭৫)। অতঃপর সে তা ভুলে গিয়েছিলো এবং আমি তার ইচ্ছা পাইনি। ★

রুকূ' - সাত

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾

১১৬. এবং যখন আমি ফিরিশ্‌তাদেরকে বললাম, 'আদমকে সাজদা করো।' তখন সবাই সাজদাবনত হলো, কিন্তু ইবলীস্; সে মানলোনা!

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾

১১৭. অতঃপর আমি বললাম, 'হে আদম! নিশ্চয় এটা তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু (১৭৬)। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, সে তোমাদের দু'জনকে জান্নাত থেকে বের করে দেবে অতঃপর তুমি কষ্টের মধ্যে পতিত হবে (১৭৭)।

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾

১১৮. নিশ্চয় তোমার জন্য জান্নাতের মধ্যে এটা রয়েছে যে, তুমি না ক্ষুধার্ত হবে এবং না নগ্ন হবে;

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾

১১৯. এবং এ যে, তাতে না তোমার পিপাসা হবে, না রোদের তাপ (অনুভূত হবে) (১৭৮)।'

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾

১২০. অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো– বললো, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেবো চিরস্থায়ী জীবন-বৃক্ষের কথা (১৭৯) এবং ঐ বাদশাহীর কথা, যা পুরাতন হবেনা (১৮০)?'

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾

১২১. অতঃপর তারা দু'জন তা থেকে ভক্ষণ করলো, তখনই তাদের সামনে তাদের লজ্জার বস্তুসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়লো (১৮১)। আর জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো (১৮২) এবং আদম থেকে আপন প্রতিপালকের নির্দেশের ক্ষেত্রে ত্রুটি সংঘটিত হলো; তখন যেই উদ্দেশ্য চেয়েছিলো সেটার পথ পায়নি (১৮৩)।

টীকা-১৭৪. শানে নুযূলঃ যখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম ক্বোরআন নিয়ে অবতরণ করতেন, তখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং তাতে ত্বরা করতেন যেন ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এরশাদ হয়েছে যে, "আপনি কষ্ট করবেন না।" সূরা ক্বিয়ামাহ্য় আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এর দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে আরো অধিক শান্তনা দিয়েছেন।

টীকা-১৭৫. যেন নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট না যায়।

টীকা-১৭৬. এ থেকে জানা যায় যে, শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য সম্পন্নের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার না করা এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা থেকে বিমুখ থাকা হিংসা ও বিদ্বেষেরই প্রমাণবহ। এ আয়াতে শয়তানের, হযরত আদমকে সাজদা না করাকে তাঁর প্রতি তার শত্রুতা প্রদর্শনের প্রমাণ স্থির করা হয়েছে।

টীকা-১৭৭. এবং আপন খাদ্য ও খোরাকীর জন্য জমি চাষ করা, ক্ষেত করা, শস্য উৎপন্ন করা, সেগুলো পেষণ করা ও পাক করার পরিশ্রমে ক্লিষ্ট হবে। আর যেহেতু স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপরই বর্তায়, সে কারণে এসব পরিশ্রমের সম্বন্ধ শুধু হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের প্রতি করা হয়েছে।

টীকা-১৭৮. প্রত্যেক প্রকারের আরাম-আয়েশ জান্নাতে মওজূদ রয়েছে; উপার্জন ও পরিশ্রম থেকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে।

টীকা-১৭৯. যা আহার করলে ভক্ষণকারীর চিরস্থায়ী জীবন অর্জিত হয়ে যায়?

টীকা-১৮০. এবং তাতে ধ্বংস ও পরিবর্তন আসবে না?

টীকা-১৮১. অর্থাৎ বেহেশ্‌তী পোশাক তাঁদের শরীর থেকে খসে পড়েছে।

টীকা-১৮২. লজ্জাস্থান গোপন করার ও শরীর ঢাকার জন্য

টীকা-১৮৩. এবং ঐ বৃক্ষের ফল আহার করার ফলে চিরস্থায়ী জীবন পাওয়া যায়নি। অতঃপর হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তাওবা ও ইস্তিগফারে রত হলেন এবং আল্লাহর দরবারে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলা নিয়ে দো'আ করেন।

★ গুনাহর মধ্যে; কারণ তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিলো না। (বায়দাভী, হাশিয়া-ই-জালালাঈন)

টীকা-১৮৪. অর্থাৎ কিতাব ও রসূল,

টীকা-১৮৫. অর্থাৎ পৃথিবীতে,

টীকা-১৮৬. পরকালে। কেননা, পরকালের দুর্ভাগ্য পৃথিবীতে সৎপথ থেকে বিপথগামী হবারই পরিণাম। সুতরাং যে কেউ আল্লাহ্‌র কিতাব ও সত্য রসূলের অনুসরণ করে ও তাঁর নির্দেশ মোতাবেক চলে সে দুনিয়ায় বিপথগামী হওয়া থেকে এবং পরকালে তাঁর শাস্তি ও অশুভ পরিণতি থেকে মুক্তি পাবে।

টীকা-১৮৭. এবং আমার হিদায়ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

টীকা-১৮৮. পৃথিবীতে অথবা কবরে অথবা পরকালে অথবা দ্বীনের মধ্যে অথবা এসব ক'টিতেই। দুনিয়ায় 'সংকুচিত জীবন-যাপন' এ যে, হিদায়তের অনুসরণ না করার কারণে মন্দকর্ম ও নিষিদ্ধ (হারাম) কাজে লিপ্ত হয়, অথবা অল্পে তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে লোভ-লিপ্সার গ্রেফতার হয়ে যাবে। আর অধিক ধন-সম্পদ ও আসবাব পত্রের আধিক্য সত্ত্বেও সে মানসিক শান্তি ও অন্তরের স্বস্তি পায়না; বরং অন্তর প্রত্যেক বস্তুর অন্বেষায় বিচলিত হয়ে যায় এবং লোভ-লিপ্সার দুশ্চিন্তায়, যেমন– এটা নয়, ওটা নয়, তমসাচ্ছন্ন অবস্থা ও সময়কাল খারাপ থাকে; আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল ঈমানদার ব্যক্তির ন্যায় তার মনে শান্তি ও স্বস্তি অর্জিতই হয়না। যাকে 'হায়াতে তৈয়্যেবাহ্' (পবিত্র জীবন) বলা হয়; যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ـ

(সুতরাং আমি তাকে পবিত্র জীবন সহকারে জীবিত রাখবো।) তা সে লাভ করতে পারবে না।

কবরের সংকুচিত জীবন-যাপন এই যে, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– কাফিরের উপর নিরানব্বইটা অজগরকে তার কবরের মধ্যে নিয়োজিত করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন–

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আস্‌ওয়াদ্ ইবনে আবদুল ওয্‌যা মাখ্‌যূমীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর কবরের জীবন যাপন দ্বারা কবরের এমন কঠোরভাবে চাপ দেয়া'র কথা বুঝানো উদ্দেশ্য, যার কারণে এক পাশের পাঁজর অপর পাশে চলে যায়।

পরকালের সংকুচিত জীবন-যাপন হচ্ছে 'জাহান্নামের শাস্তি', যেখানে 'যাক্কূম' (زَقُّـــوم), উচ্ছ্বাসিত উত্তপ্ত পানি এবং জাহান্নামবাসীদের গলিত রক্ত ও তাদের পুঁজ আহার ও পান করার জন্য দেয়া হবে।

দ্বীনের মধ্যে 'সংকুচিত জীবন যাপন' হচ্ছে এ যে, সৎকর্মের পথসমূহ সংকুচিত হয়ে যাবে এবং মানুষ হারাম উপার্জনের মধ্যে লিপ্ত হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা বলেন যে, বান্দা অল্প লাভ করুক কিংবা বেশী, যদি আল্লাহ্‌র ভয় না থাকে তবে তাতে কোন মঙ্গল নেই। এটাই হচ্ছে সংকুচিত জীবন-যাপন। (তাফসীর-ই-কবীর, খাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি।)

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾

১২২. অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন; তারপর তাঁর দিকে কৃপা-দৃষ্টি ফেরালেন এবং আপন বিশেষ নৈকট্যের পথ প্রদর্শন করলেন।

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾

১২৩. (তিনি) বললেন, 'তোমরা উভয়ে এক সাথে জান্নাত থেকে নেমে যাও! তোমরা একে অপরের শত্রু। অতঃপর যদি তোমাদের সবার নিকট আমার পক্ষ থেকে সৎপথের নির্দেশ আসে (১৮৪), তবে যে আমার হিদায়তের অনুসারী হবে সে না বিপথগামী হবে (১৮৫), না হতভাগ্য হবে (১৮৬)।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾

১২৪. এবং যে আমার স্মরণে বিমুখ হয় (১৮৭), তবে তার জন্য রয়েছে সংকুচিত জীবন-যাপন (১৮৮) এবং আমি তাকে ক্বিয়ামত-দিবসে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো।'

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾

১২৫. সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি কেন অন্ধ অবস্থায় উঠালে? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম (১৮৯)!'

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

১২৬. তিনি বলবেন, 'এভাবেই তোমার নিকট আমারি নিদর্শনসমূহ এসেছিলো (১৯০), তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে এবং অনুরূপভাবেই আজ কেউ তোমার খোঁজ-খবর নেবে না (১৯১)।

টীকা-১৮৯. পৃথিবীতে।

টীকা-১৯০. তুমি সেগুলোর প্রতি ঈমান আনো নি এবং

টীকা-১৯১. জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন।

টীকা-১৯২. যারা রসূলগণকে অমান্য করতো।

টীকা-১৯৩. অর্থাৎ ক্বোরাঈশগণ আপন সফরসমূহে তাদের ঘরবাড়ী ও অঞ্চলের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করছে এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখছে।

টীকা-১৯৪. যারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অনুধাবন করে যে, নবীগণের প্রতি মিথ্যাবাদ দেয়া ও তাঁদের বিরোধিতার পরিণাম মন্দই হয়।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٧﴾

১২৭. এবং আমি এভাবেই প্রতিফল দিই তাকে, যে সীমাতিক্রম করেছে এবং আপন প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনেনি; এবং নিঃসন্দেহে পরকালের শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং সর্বাধিক স্থায়ী।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿١٢٨﴾ ع

১২৮. তবে কি তাদের এটা থেকে সৎপথ অর্জিত হলোনা যে, আমি তাদের পূর্বে কতো জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি (১৯২), যাদের বসবাসের স্থানে এরা বিচরণ করছে (১৯৩)? নিঃসন্দেহে তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে বিবেকবানদের জন্য (১৯৪)।

রুকূ' - আট

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾ ط

১২৯. এবং যদি আপনার প্রতিপালকের একটা বাণী (চূড়ান্তভাবে) গত না হতো (১৯৫), তবে অবশ্যই শাস্তি তাদেরকে (১৯৬) জড়িয়ে ফেলতো এবং যদি না থাকতো একটা নির্দ্ধারিত প্রতিশ্রুতি (১৯৭)।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾

১৩০. সুতরাং আপনি ঐসব লোকের কথার উপর ধৈর্যধারণ করুন এবং আপনপ্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে (১৯৮) এবংতা অস্তমিত হবার পূর্বে (১৯৯); এবং রাত্রিকালের মূহুর্তগুলোতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন (২০০) আর দিবসের প্রান্তসমূহে (২০১) এ আশায় যে, আপনি সন্তুষ্ট হবেন (২০২)।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ

১৩১. এবং হে শ্রোতা, তোমার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত করোনা সেটার দিকে, যা আমি কাফিরদের জোড়াগুলোকে ভোগ করার জন্য দিয়েছি পার্থিব জীবনের সজীবতা স্বরূপ; (২০৩) এজন্য যে, আমি তাদেরকে এরই কারণে পরীক্ষায় ফেলবো (২০৪) এবং তোমার

টীকা-১৯৫. হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে শাস্তি বিলম্বে দেয়া হবে,

টীকা-১৯৬. পৃথিবীতেই

টীকা-১৯৭. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-১৯৮. এটা দ্বারা 'ফজরের নামায'-এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৯৯. এটা দ্বারা যোহর ও আসরের নামায বুঝানো হয়েছে, যেগুলো দিনের শেষার্ধে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার ও সূর্যাস্তের মধ্যভাগে আদায় করা হয়।

টীকা-২০০. অর্থাৎ মাগরিব ও এশার নামাযগুলো পড়ো

টীকা-২০১. ফজর ও মাগরিবের নামাযসমূহ। এ গুলোর প্রতি তাকীদ দেয়ার নিমিত্ত পুনর্বার উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামায এবং দিনেরপ্রান্তগুলোতে যোহরের নামাযের কথা উল্লেখ করেন। তাঁদের যুক্তি এ যে, যোহরের নামায সম্পন্ন করা হয় সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর। তখন দিনের প্রথমার্ধ ও শেষার্ধের প্রান্তসমূহ পাওয়া যায়– প্রথমার্ধের শেষ ও শেষার্ধের প্রারম্ভ। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-২০২. আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দান এবং তাঁর পুরস্কার ও সম্মান দান করে আপনাকে উম্মতের পক্ষে সুপারিশকারী বানিয়ে আপনার সুপারিশ গ্রহণ করবেন এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন– وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ; (অর্থাৎঃ অনতিবিলম্বে আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করবেন; অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন)।

টীকা-২০৩. অর্থাৎঃ বিভিন্ন প্রকারের কাফিরগণ; ইহুদী ও খৃষ্টান প্রমূখকে যে সব পার্থিব আসবাব পত্র দিয়েছি। মু'মিনদের উচিৎ যেন সেগুলোকে অনুগ্রহ ও আত্মম্ভরিতার দৃষ্টিতে না দেখে। হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অবাধ্যদের জাঁকজমক দেখো না; বরং এটাই দেখো যে, পাপ ও নির্দেশ অমান্য করার লাঞ্ছনা কিভাবে তাদের ঘাড়সমূহ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে।

টীকা-২০৪. এভাবে যে, তাদের উপর অনুগ্রহ যতই অধিক হয়, ততই তাদের অবাধ্যতা ও তাদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পায় এবং তারা পরকালের শাস্তির উপযোগী হয়।

টীকা-২০৫. অর্থাৎ জান্নাত ও সেটার নি'মাতসমূহ।

টীকা-২০৬. এবং এ নির্দেশ পালনে বাধ্য করছিনা যে, আমার সৃষ্টিকে জীবনোপকরণ দাও। কিংবা নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকার যিম্মাদার হও; বরং

টীকা-২০৭. এবং তাদেরকেও; তুমি জীবিকার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়োনা; আপন অন্তরকে পরকালের জন্য অবসর রাখো। কারণ, যে আল্লাহ্‌র কাজে থাকে আল্লাহ্ তার কর্ম ব্যবস্থাপনা করেন।

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣١﴾

প্রতিপালকের রিয্ক্ব (২০৫) সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাধিক স্থায়ী।

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾

১৩২. এবং আপন পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজেও সেটার উপর অবিচলিত থাকো। আমি তোমার নিকট কোন জীবিকা চাইনা (২০৬); আমি তোমাকে জীবিকা দেবো (২০৭); এবং শুভ পরিণাম খোদা-ভীরুতার জন্য।

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٣٣﴾

১৩৩. এবং কাফিরগণ বললো, 'ইনি (২০৮) আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন নিয়ে আসছেন না (২০৯)? তাদের নিকট কি এর বিবরণ আসেনি, যা পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে রয়েছে (২১০)?'

وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾

১৩৪. এবং যদি আমি তাদেরকে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দিতাম রসূল আসার পূর্বে, তবে তারা (২১১) অবশ্যই বলতো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের প্রতি কোন রসূল কেন প্রেরণ করোনি, যাতে আমরা তোমার নিদর্শনসমূহের উপর চলতাম লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে।'

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾

১৩৫. আপনি বলুন! 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে (২১২), সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা করো; তবে অবিলম্বে জেনে যাবে (২১৩) কারা হচ্ছে সরল পথের পথিক এবং কে হিদায়ত পেয়েছে।' ★

টীকা-২০৮. অর্থাৎ বিশ্বকুল সর্দার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-২০৯. যা তাঁর নবূয়তের সত্যতার উপর প্রমাণ বহণ করতো অথচ বহু আয়াত এসেছে ও মু'জিযাসমূহ নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাচ্ছিলো। অতঃপর কাফিরগণ সর্বাধিক অন্ধ সেজে রইলো এবং তারা হুযূর (দঃ)-এর উদ্দেশ্যে একথা বলে দিলো- "আপনি আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন আনেন না?" এর জবাবে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-২১০. অর্থাৎ ক্বোরআন ও বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ এবং তাঁর নবূয়ত ও প্রেরিত হওয়ার আলোচনা- এটা কেমনই মহান নিদর্শন! এগুলো হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন নিদর্শন চাওয়ার অবকাশ কোথায়?

টীকা-২১১. ক্বিয়ামত দিবসে

টীকা-২১২. আমরাও, তোমরাও।

শানে নুযূলঃ মুশরিকগণ বলেছিলো যে, আমরা যুগের নিত্যনতুন ঘটনাবলীর ও বিপ্লবের অপেক্ষা করছি যে, কখন মুসলমানদের উপর আসবে এবং তাদের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটবে! এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ হয়েছে যে, তোমরা মুসলমানদের ধ্বংসের অপেক্ষা করছো আর মুসলমানরাও তোমাদের অশুভ পরিণাম ও শাস্তির অপেক্ষা করছে।

টীকা-২১৩. যখন খোদার নির্দেশ আসবে এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। ★

****

★ 'সূরা তোয়াহা' সমাপ্ত।

★ ষষ্ঠদশ পারা সমাপ্ত।